গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

বিষয় ঃ ২০০৯-১০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন

ভূমিকা ঃ

দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অবকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মানব সম্পদের সুষ্ঠু উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারি খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সরকারের কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়মিতভাবে এডিপিভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) সভার জন্য আইএমইডি কর্তৃক ২০০৯-১০ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২। ২০০৯-১০ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ঃ

২০০৯-১০ অর্থবছরের মূল এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৮৮৬টি প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৩০,৫০০ কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপিতে মূল প্রকল্প সংখ্যা ২১৪টি (২৪%) বৃদ্ধি পেয়ে ১০৯০*টিতে উন্নীত হলেও মোট বরাদ্দের পরিমাণ মূল এডিপি বরাদ্দ থেকে ২,০০০ কোটি টাকা (৭%) হ্রাস পেয়ে ২৮,৫০০ কোটিতে দাঁড়ায়। মূল এডিপিতে স্থানীয় মুদ্রার পরিমাণ ছিল ১৭,৬৫৫ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ৫৮%) এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১২,৮৪৫ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ৪২%)। সংশোধিত এডিপিতে এ বরাদ্দ যথাক্রমে ৩% ও ১২% হ্রাস পেয়ে ১৭,২০০ কোটি টাকা (সংশোধিত মোট বরাদ্দের ৬০%) এবং ১১,৩০০ কোটি টাকায় (সংশোধিত মোট বরাদ্দের ৪০%) দাঁড়ায়। নিম্নে সারণী-১ এ মূল এডিপি ও সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলো ঃ

সারণী-১ ঃ ২০০৯-১০ অর্থবছরে মূল ও সংশোধিত এডিপি'র প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র

(কোটি টাকায়)

এডিপি	মোট প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ		
		মোট	স্থানীয় মুদ্রা (মোট বরাদ্দের %)	প্রকল্প সাহায্য (মোট বরাদ্দের %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
মূল এডিপি	৮৮৬	৩০,৫০০	১৭,৬৫৫ (৫৮%)	১২,৮৪৫ (৪২%)
সংশোধিত এডিপি	১০৯০*	২৮,৫০০	১৭,২০০ (৬০%)	১১,৩০০ (৪০%)
হ্রাস/বৃদ্ধি (-/+)	(+) ২১৪	(-) ২,০০০	(-) ৪৫৫	(-) ১৫৪৫
মূল এডিপির %	(+) ২৪%	(-) ৭%	(-) ৩%	(-) ১২%

*** ২০০৯-১০ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে ১০৬২টি মূল প্রকল্প রয়েছে। পরবর্তীতে বরাদ্দ পুনঃউপযোজনের মাধ্যমে ২৮টি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মূল প্রকল্প সংখ্যা ১০৯০ হয়েছে। এ ছাড়াও, ৮৪টি উপ-প্রকল্প এবং থোক বরাদ্দের ১০টি ক্ষেত্রসহ প্রকল্প সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সর্বমোট ১১৮৪টি।**

৩। **গত ৫ (পাঁচ) বছরের সংশোধিত এডিপিতে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের অবদান ঃ**

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দু'টি উৎস হতে অর্থের যোগান দেয়া হয়ে থাকে - (১) অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও (২) বৈদেশিক সম্পদ। বৈদেশিক সম্পদের মধ্যে ঋণ এবং অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত প্রকল্প সাহায্যসহ অন্যান্য সহায়তা যেমন, পণ্য সহায়তা, খাদ্য সহায়তা, বাজেট সাপোর্ট, বিশেষ উন্নয়ন সহায়তা/ঋণ, পলিসি ঋণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। গত পাঁচ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের অবদান নিম্নে 'বার চার্টে' দেখানো হলো ।

লেখচিত্র-১ ঃ গত ৫ (পাঁচ) বছরের সংশোধিত এডিপিতে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের তুলনামূলক অবদান

(কোটি টাকায়)

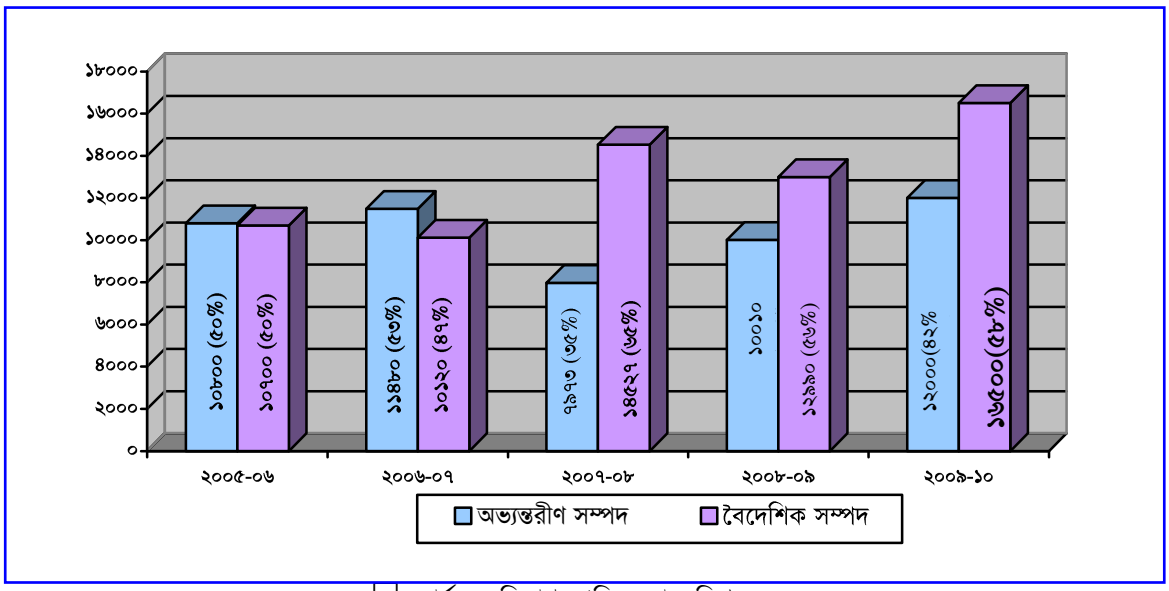

সূত্র ঃ কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

উপর্যুক্ত চিত্র থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তা ৫০% ছিল। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতা ৩% হ্রাস পায়। অপরপক্ষে, ২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তা পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৬৫%, ৫৬% ও ৫৮% এ উন্নীত হয়।

৪। **আর্থিক অগ্রগতি ঃ**

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ হতে প্রাপ্ত ব্যয়ের তথ্যানুযায়ী দেখা যায় যে, প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দকৃত মোট ২৮,৫০০.০০ কোটি টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে মোট ২৫৯১৭.৩৫ কোটি টাকা, যা মোট সংশোধিত বরাদ্দের ৯১% (এডিপির জাতীয় গড় আর্থিক অগ্রগতি)। এর মধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় হয়েছে ১৬৪০৫.০২ কোটি টাকা, যা মোট সংশোধিত স্থানীয় মুদ্রা বরাদ্দের ৯৫%। স্থানীয় মুদ্রা ব্যয়ের হার জাতীয় গড় ব্যয় হার (৯১%) থেকে শতকরা ৪% বেশী। অন্যদিকে, প্রকল্প সাহায্য ব্যয় হয়েছে ৯৫১২.৩৩ কোটি টাকা (সংশোধিত প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দের ৮৪%)। প্রকল্প সাহায্য ব্যয়ের হার (৮৪%) জাতীয় গড় ব্যয়ের হার (৯১%) থেকে ৭% কম। অর্থাৎ স্থানীয় মুদ্রার তুলনায় প্রকল্প সাহায্য ব্যয় কম

হয়েছে। মোট ব্যয়িত ২৫৯১৭.৩৫ কোটি টাকার মধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ও প্রকল্প সাহায্য ব্যয়ের অনুপাত ৬৩ ঃ ৩৭। পর্ববর্তী বছরে এ অনুপাতের হার ছিল ৬০ ঃ ৪০। ২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির মোট বরাদ্দের তুলনায় মোট ব্যয় ৯১% হলেও মূল এডিপিতে প্রদত্ত বরাদ্দের তুলনায় এ ব্যয়ের হার মাত্র ৮৫%। পূর্ববর্তী বছরে এ ব্যয়ের হার ছিল ৭৭%। গত পাঁচ বছরের মূল ও সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী সারণী-২ এবং লেখচিত্র-২ এ দেয়া হলো ঃ

সারণী-২ ঃ মূল ও সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	মোট এডিপি বরাদ্দ		মোট ব্যয় ও এডিপি বরাদ্দের তুলনায় ব্যয়ের %		
	মূল	সংশোধিত	মোট ব্যয়	মূল বরাদ্দের %	সংশোধিত বরাদ্দের %
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২০০৯-১০	৩০৫০০	২৮৫০০	২৫৯১৭	৮৫%	৯১%
২০০৮-০৯	২৫৬০০	২৩০০০	১৯৭০১	৭৭%	৮৬%
২০০৭-০৮	২৬৫০০	২২৫০০	১৮৪৫৫	৭০%	৮২%
২০০৬-০৭	২৬০০০	২১৬০০	১৭৯১৭	৬৯%	৮৩%
২০০৫-০৬	২৪৫০০	২১৫০০	১৯৪৭৩	৭৯%	৯০.৫%

লেখচিত্র-২ ঃ মূল ও সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয়ের চিত্র

(কোটি টাকায়)

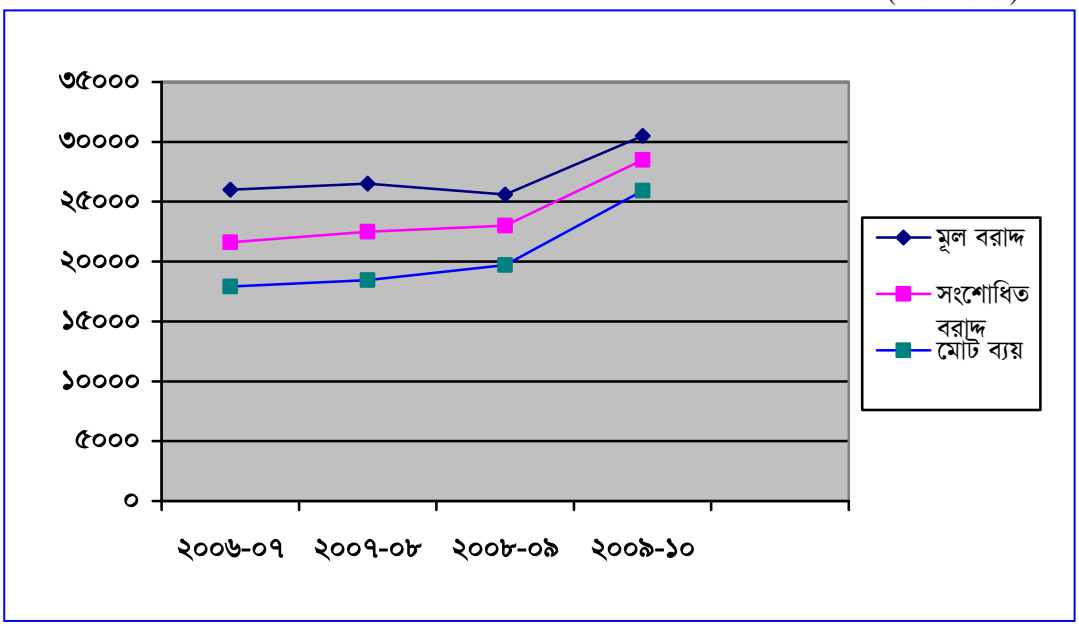

৫। **এডিপিতে শ্রেণী ভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ**

২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের শ্রেণী ভিত্তিক সংখ্যা, বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র সারণী-৩ এ উপস্থাপন করা হলো ঃ

সারণী-৩ ঃ ২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে শ্রেণী ভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

শ্রেণী ভিত্তিক কর্মসচি/প্রকল্প সংখ্যা	সংশোধিত এডিপি ঃ ২০০৯-১০						বাস্তব** অগ্রগতি (%)
	বরাদ্দ			ব্যয় (বরাদ্দের %)			
	মোট	স্থানীয় মুদ্রা	প্রকল্প সাঃ (আরপিএ)	মোট	স্থানীয় মুদ্রা	প্রকল্প সাঃ (আরপিএ)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
প্রধান/বিনিয়োগ প্রকল্প ঃ ৮২১টি	২৪৭৭০.১৮	১৪৭৮০.৮৯	৯৯৮৯.২৯ (৫৮৭৭.৩৫)	২২৭৭০.১৯ (৯২%)	১৪২৩০.৯১ (৯৬%)	৮৫৩৯.২৮ (৮৫%) (৪৮৬৯.৯১) ৮৩%	৮৮%
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ঃ ২০৩টি	১৩১৫.৬০	৭৫.৫১	১২৪০.০৯ (১৭৯.২৭)	১০৩৮.০১ (৭৯%)	৬৪.৯৬ (৮৬%)	৯৭৩.০৫ ৭৮% (২১২.১৩) ১১৮%	৭৯%
জাপানী ঋণ মওকুফ সহায়তা প্রকল্প ঃ ৬৬টি	১২৫০.৯০	১২৫০.৯০	--	১০১৭.২৫ (৮১%)	১০১৭.২৫ (৮১%)	--	৭৩%
থোক বরাদ্দ ঃ ১০টি *	১১৬৩.৩২	১০৯২.৭০	৭০.৬২ (--)	১০৯১.৯০ (৯৪%)	১০৯১.৯০ (১০০%)	০.০০ (০)	৯৪%
মোট ঃ ১১০০টি	**২৮,৫০০.০০**	**১৭,২০০.০০**	**১১,৩০০.০০ (৬০৫৬.৬২)**	২৫৯১৭.৩৫ **(৯১%)**	**১৬৪০৫.০২ (৯৫%)**	৯৫১২.৩৩ (৮৪%) **(৫০৮২.০৪) ৮৪%**	**৮৭%**

* ২০০৯-১০ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে ১০৬২টি মূল প্রকল্প রয়েছে। পরবর্তীতে বরাদ্দ পুনঃউপযোজনের মাধ্যমে ২৮টি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মূল প্রকল্প সংখ্যা ১০৯০ হয়েছে। এ ছাড়াও, ৮৪টি উপ-প্রকল্প এবং থোক বরাদ্দের ১০টি ক্ষেত্রসহ প্রকল্প সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সর্বমোট ১১৮৪টি।

** বাস্তব অগ্রগতি তৌলমান (Weighted Average) পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়েছে।

সারণী-৩ এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে,

- বিনিয়োগ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯২%, যা জাতীয় গড় অগ্রগতি (৯১%) অপেক্ষা ১% বেশী ;
- কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির হার মাত্র ৭৯%, যা জাতীয় গড় অগ্রগতি (৯১%) অপেক্ষা ১২% কম ;
- মোট অব্যয়িত ২৫৮২.৬৫ কোটি টাকার (মোট বরাদ্দের ৯%) মধ্যে স্থানীয় মুদ্রার পরিমাণ ৭৯৪.৯৮ কোটি টাকা, যা মোট অব্যয়িত অর্থের ৩১% এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ১৭৮৭.৬৭ কোটি টাকা, যা মোট অব্যয়িত অর্থের ৬৯%।

৬। ২০০৯-১০ অর্থবছরসহ গত ৫ (পাঁচ) বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ ঃ

২০০৯-১০ অর্থবছরসহ গত ৫ (পাঁচ) বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রদত্ত বরাদ্দ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের বিবরণ সারণী-৪ এবং লেখচিত্র-৩ এ উপস্থাপন করা হলো ঃ

সারণী-৪ ঃ ২০০৯-১০ অর্থবছরসহ গত পাঁচ বছরের সংশোধিত এডিপিতে প্রদত্ত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ				ব্যয় (বরাদ্দের %)			
		মোট	স্থানীয় মুদ্রা	প্রকল্প সাহায্য	সিডি/ ভ্যাট	মোট	স্থানীয় মুদ্রা	প্রকল্প সাহায্য	সিডি/ ভ্যাট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
২০০৯-১০	১১০০	২৮৫০০	১৭২০০	১১৩০০	৬৫৪	২৫৯১৭ (৯১%)	১৬৪০৫ (৯৫%)	৯৫১২ (৮৪%)	৩০ (৫%)
২০০৮-০৯	১০৪০	২৩০০০	১২৮০০	১০২০০	৫৯২	১৯৭০১ (৮৬%)	১১৮৭৩ (৯৩%)	৭৮২৮ (৭৭%)	৬৭ (১১%)
২০০৭-০৮	১০৫৮	২২৫০০	১৩৫৫০	৮৯৫০	৮২০	১৮৪৫৫ (৮২%)	১১৪৮০ (৮৫%)	৬৯৭৫ (৭৮%)	৫৬ (৭%)
২০০৬-০৭	১০৯৮	২১৬০০	১৩৬৫০	৭৯৫০	৬৭৫	১৭৯১৭ (৮৩%)	১১৭০৯ (৮৬%)	৬২০৮ (৭৮%)	১২২ (১৮%)
২০০৫-০৬	১০৮১	২১৫০০	১৪৩৭৫	৭১২৫	৬৬৯	১৯৪৭৩ (৯০.৫%)	১৩২১৯ (৯২%)	৬২৫৪ (৮৮%)	৩৪৯ (৫২%)
পূর্ববর্তী চার বছরের গড় ঃ (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৮-০৯ পর্যন্ত)		২২১৫০	১৩৫৯৪	৮৫৫৬	৬৮৯	১৮৮৮৭ (৮৫%)	১২০৭০ (৮৯%)	৬৮১৬ (৮০%)	১৪৯ (২২%)

লেখচিত্র-৩ ঃ ২০০৯-১০ অর্থবছরসহ গত ৪ (চার) বছরের সংশোধিত এডিপিতে প্রদত্ত বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র

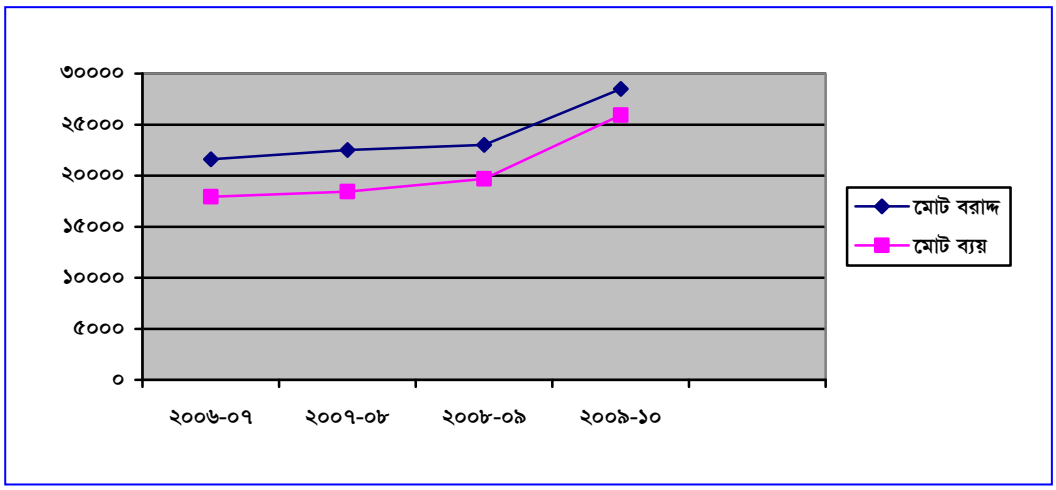

সারণী-৪ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আলোচ্য ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে,

- আর্থিক অগ্রগতির হার মোট বরাদ্দের ৯১%, যা পূর্ববর্তী চার বছরের গড় আর্থিক অগ্রগতির হারের (৮৫%) চেয়ে ৬% বেশী;
- স্থানীয় মুদ্রা ব্যয়ের হার ৯৫%, যা পূর্ববর্তী চার বছরের স্থানীয় মুদ্রা ব্যয়ের গড় হার (৮৯%) অপেক্ষা ৬% বেশী;
- প্রকল্প সাহায্য ব্যয় হয়েছে ৮৪%, যা পূর্ববর্তী চার বছরের প্রকল্প সাহায্য ব্যয়ের গড় হার (৮০%) অপেক্ষা ৪% বেশী এবং

- সিডি/ভ্যাট খাতে আলোচ্য বছরে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৫%, যা পূর্ববর্তী চার বছরের গড় সিডি/ভ্যাট ব্যয়ের হার (২২%) অপেক্ষা ১৭% কম। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ হার ছিল ১১%।

৭। এডিপি'র খাত ভিত্তিক বিনিয়োগ অগ্রগতি ঃ

২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহকে মোট ১৭টি অর্থনৈতিক খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত ১৭টি খাতের প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ এবং আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ সারণী-৫ এ উপস্থাপন করা হলো। **বিস্তারিত বিবরণ প্রতিবেদনের সংযোজনী-'ক'**তে সন্নিবেশিত।

সারণী-৫ ঃ এডিপি'র খাত (১৭টি) ভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ এবং আর্থিক অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	এডিপি খাত	মোট প্রকল্প সংখ্যা	২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি					
			বরাদ্দ			ব্যয় (বরাদ্দের %)		
			মোট	স্থানীয় মুদ্রা	প্রকল্প সাঃ	মোট	স্থানীয় মুদ্রা	প্রকল্প সাঃ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১।	কৃষি	১৭৪	১৭৬৬.২৮	১২৩৮.২৯	৫২৭.৯৯	১৬২৭.৭৪ (৯২%)	১২০০.৯৩ (৯৭%)	৪২৬.৮১ (৮১%)
২।	পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৭৬	৪০১৭.৯০	২২২৮.২৫	১৭৮৯.৬৫	৩৬৪০.৯৪ (৯১%)	২১৩৫.০২ (৯৬%)	১৫০৫.৯২ (৮৪)
৩।	পানি সম্পদ	৫৯	১১৯২.৯৮	৬৫৭.৯৫	৫৩৫.০৩	১০৭৭.৮৯ (৯০%)	৬৩০.৮৯ (৯৬%)	৪৪৬.৯৯ (৮৪%)
৪।	শিল্প	৩৬	৪৮১.০৭	৩৮৬.৪০	৯৪.৬৭	৪৫২.৩৯ (৯৪%)	৩৭৯.৮৮ (৯৮%)	৭২.৫২ (৭৭%)
৫।	বিদ্যুৎ	৫১	২৬৪৪.২৬	১২২৭.০৮	১৪১৭.১৮	২০২৪.৫৪ (৭৭%)	১১৪৩.২৩ (৯৩%)	৮৮১.৩০ (৬২%)
৬।	তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৩৩	১০৯১.৮৩	৬৬১.৮৮	৪২৯.৯৫	১৩৬৭.৬৪ (১২৫%)	৭২৮.৬৪ (১১০%)	৬৩৯.০০ (১৪৯%)
৭।	পরিবহণ	১৮১	৩৭৮৪.৯৬	২৮২৫.৯২	৯৫৯.০৪	৩২৪২.২৬ (৮৬%)	২৫৪৮.১৬ (৯০%)	৬৯৪.১০ (৭২%)
৮।	যোগাযোগ	২১	৩২৬.১৬	২৩৭.৪৮	৮৮.৬৮	২৭১.৬৫ (৮৩%)	১৮৬.৩৭ (৭৮%)	৮৫.২৭ (৯৬%)
৯।	ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন	১৩৯	২৯৭৭.০৬	২০৩৪.৯৬	৯৪২.১০	২৯২৩.৭২ (৯৮%)	১৯৬০.৫০ (৯৬%)	৯৬৩.২২ (১০২%)
১০।	শিক্ষা ও ধর্ম	১০৪	৪৪৮১.২৯	২৫৭৪.৫০	১৯০৬.৭৯	৪৩০৫.৩০ (৯৬%)	২৫৩৩.৮২ (৯৮%)	১৭৭১.৪৭ (৯৩%)
১১।	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	২৬	১৭১.৯০	১৬৬.৬৮	৫.২২	১৫৫.১৮ (৯০%)	১৫০.১২ (৯০%)	৫.০৬ (৯৭%)
১২।	স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ	৩৬	৩০২২.৭০	১২১৬.৫২	১৮০৬.১৮	২৫৯০.৮৭ (৮৬%)	১১৩৭.৪৭ (৯৪%)	১৪৫৩.৪০ (৮০%)
১৩।	গণসংযোগ	১১	৮২.৪০	৭৬.০০	৬.৪০	৮০.৪০ (৯৮%)	৭৩.৫৩ (৯৭%)	৬.৮৮ (১০৭%)
১৪।	সমাজ কল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	৩৯	২৭১.২৪	১০৪.৯০	১৬৬.৩৪	২৫১.৪৫ (৯৩%)	৯৪.৯২ (৯০%)	১৫৬.৫৩ (৯৪%)

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	এডিপি খাত	মোট প্রকল্প সংখ্যা	২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি					
			বরাদ্দ			ব্যয় (বরাদ্দের %)		
			মোট	স্থানীয় মুদ্রা	প্রকল্প সাঃ	মোট	স্থানীয় মুদ্রা	প্রকল্প সাঃ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১৫।	জন-প্রশাসন	৬৯	৮৩৬.২১	৩১১.৪০	৫২৪.৮১	৬৩৯.৩২ (৭৬%)	২৫৭.৫৩ (৮৩%)	৩৮১.৭৮ (৭৩%)
১৬।	বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	২৮	১৫৪.০৬	১৩৬.০৪	১৮.০২	১৪৩.৭৭ (৯৩%)	১৩০.৮০ (৯৬%)	১২.৯৭ (৭২%)
১৭।	শ্রম ও কর্মসংস্থান	৭	৩৪.৩৮	২৩.০৫	১১.৩৩	৩০.৪০ (৮৮%)	২১.৩০ (৯২%)	৯.০৯ (৮০%)
উপ-মোট ঃ		**১০৯০**	২৭৩৩৬.৬৮	**১৬১০৭.৩০**	**১১২২৯.৩৮**	**২৪৮২৫.৪৫ (৯১%)**	**১৫৩১৩.১২ (৯৫%)**	**৯৫১২.৩৩ (৮৫%)**
থোক বরাদ্দ ঃ			**১১৬৩.৩২**	**১০৯২.৭০**	**৭০.৬২**	**১০৯১.৯০ (৯৪%)**	**১০৯১.৯০ (১০০%)**	**০.০০ ০.০০**
সর্বমোট ঃ		**১০৯০***	**২৮৫০০.০০**	**১৭২০০.০০**	**১১৩০০.০০**	**২৫৯১৭.৩৫ (৯১%)**	**১৬৪০৫.০২ (৯৫%)**	**৯৫১২.৩৩ (৮৪%)**

* মল প্রকল্প ১০৯০টি + উপ-প্রকল্প ৮৪টি এবং থোক বরাদ্দের ১০টি ক্ষেত্রসহ মোট ১১৮৪টি প্রকল্প।

২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিভুক্ত খাত ভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ এবং আর্থিক অগ্রগতি (সারণী-৫) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,

- এডিপিভুক্ত ১৭টি খাতের মধ্যে ৯টি খাতের মোট আর্থিক অগ্রগতি জাতীয় গড় আর্থিক অগ্রগতির (৯১%) সমান বা তদূর্ধ্ব। এ খাতগুলো হলো ঃ তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ (১০৬%); ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন (৯৮); গণসংযোগ (৯৮%); শিক্ষা ও ধর্ম (৯৬%); শিল্প (৯৪%); বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (৯৩%); সমাজ কল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন (৯৩%); কৃষি (৯২%) এবং পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (৯১%);
- সংশোধিত এডিপিতে সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ (২২৬৯৪.৪১ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ৮০%) প্রাপ্ত ৭টি খাত হলো - শিক্ষা ও ধর্ম (৪৪৮১.২৯ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ১৬%); পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (৪০১৭.৯০ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ১৪%); পরিবহণ (৩৭৮৪.৯৬ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ১৩%); স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ (৩০২২.৭০ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ১১%); ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন (২৯৭৭.০৬ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ১০%); বিদ্যুৎ (২৬৪৪.২৬ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ৯%) এবং কৃষি (১৭৬৬.২৮ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ৬%);
- বৃহৎ বরাদ্দপ্রাপ্ত ৭টি খাতে ব্যয়ের অগ্রগতি যথাক্রমে – ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন (৯৮%); শিক্ষা ও ধর্ম (৯৬%); কৃষি (৯২%); পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (৯১%); পরিবহণ (৮৬%); স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ (৮৬%) এবং বিদ্যুৎ (৭৭%);
- উক্ত ৭টি খাতে অব্যয়িত মোট অর্থের পরিমাণ ৫৮০৫.৫৫ কোটি টাকা (মোট এডিপি বরাদ্দের ২০%)। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - বদ্যুৎ খাতে ৬১৯.৭২ কোটি টাকা (এ খাতে বরাদ্দের ২৩%); পরিবহণ খাতে (৫৪২.৭০ কোটি টাকা, এ খাতে বরাদ্দের ১৪%); স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ খাতে (৪৩১.৮৩ কোটি টাকা,

এ খাতে বরাদ্দের ১৪%); পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান খাতে ৩৭৬.৯৫ কোটি টাকা (এ খাতে বরাদ্দের ৯%); শিক্ষা ও ধর্ম খাতে (১৭৫.৯৯ কোটি টাকা, এ খাতে বরাদ্দের ৪%);

- মূল এডিপির তুলনায় সংশোধিত এডিপিতে ৭% বরাদ্দ হ্রাস করার পরও স্থানীয় মুদ্রায় মোট অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩৮৬.৩৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - পরিবহণ খাতে ২৭৭.৭৬ কোটি টাকা; পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান খাতে ৯৩.২৩ কোটি টাকা ; বিদ্যুৎ খাতে ৮৩.৮৫ কোটি টাকা; স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ খাতে ৭৯.০৫ কোটি টাকা এবং ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন খাতে ৭৪.৪৬ কোটি টাকা ;
- বরাদ্দের বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ খাতের মধ্যে জাতীয় গড় আর্থিক অগ্রগতির (৯১%) চেয়ে কম আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে - বিদ্যুৎ খাতে (৭৭%); পরিবহণ খাতে (৮৬%); স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ খাতে (৮৬%) এবং পানি সম্পদ খাতে (৯০%); শ্রম ও কর্মসংস্থান খাতে (৮৮%);
- সবচেয়ে কম অর্থ ব্যয় হয়েছে জন-প্রশাসন (৭৬%); এর পরেই রয়েছে বিদ্যুৎ খাত (৭৭%)।

৮। মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় ঃ

৮.১ ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনে ২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতির চিত্র (অগ্রগতির নিম্ন-ক্রমানুসারে) সারণী-৫.১ এ দেখানো হলো। বিস্তারিত বিবরণ প্রতিবেদনের **সংযোজনী-'খ' তে** সন্নিবেশিত।

সারণী-৫.১ ঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ	আর্থিক অগ্রগতি		বাস্তব** অগ্রগতি (%)
			মোট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প সাহায্য	মোট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প সাহায্য	বরাদ্দের শতকরা হার	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(ক) জাতীয় গড় (৯১%) বা তদূর্ধ্ব আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন ২২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ						
০১।	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৩৩	১০৯১৮৩.০০ ৬৬১৮৮.০০ ৪২৯৯৫.০০	১৩৬৭৬৪.০২ ৭২৮৬৪.৪৩ ৬৩৮৯৯.৫৯	১২৫% ১১০% ১৪৯%	৯৫%
০২।	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২	**২২৩.০০** **২০৮.০০** **১৫.০০**	**২২২.২৭** **২০৭.২৭** **১৫.০০**	১০০% ১০০% ১০০%	১০০%
০৩।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৭	**৩৭৫৯.০০** **২৭৫.০০** **৩৪৮৪.০০**	**৩৭৪১.৮৬** **১৩৬.৩৪** **৩৬০৫.৫২**	১০০% ৫০% ১০৩%	৮৫%
০৪।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১৬	**৫৩৫৮২.০০** **৫৩৫৮২.০০** **০.০০**	**৫২৮২৭.৬৩** **৫২৮২৭.৬৩** **০.০০**	৯৯% ৯৯% ০.০০	৯৫%
০৫।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ	৮	**২৪৪২০.০০** **২০৬১৭.০০** **৩৮০৩.০০**	**২৩৯৪৫.৪৯** **২০৪০২.৩৭** **৩৫৪৩.১২**	৯৮% ৯৯% ৯৩%	৯৭%
০৬।	শিল্প মন্ত্রণালয়	২২	**৩৭৯৯৪.০০** **৩৫৯১০.০০** **২০৮৪.০০**	**৩৭২২৯.০৭** **৩৫৪৬৫.৮৪** **১৭৬৩.২৩**	৯৮% ৯৯% ৮৫%	৯১%

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ	আর্থিক অগ্রগতি		বাস্তব* অগ্রগতি (%)
			মোট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প সাহায্য	মোট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প সাহায্য	বরাদ্দের শতকরা হার	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০৭।	তথ্য মন্ত্রণালয়	১২	৮৩৩৬.০০ ৭৬০০.০০ ৭৩৬.০০	৮১৩৫.৫৬ ৭৩৫২.৫৩ ৭৮৩.০৩	৯৮% ৯৭% ১০৬%	৭৬%
০৮।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৪	১৫৭৯০.৫০ ২০৯৬.৫০ ১৩৬৯৪.০০	১৫৩৮৪.৪০ ২০৪১.৮৪ ১৩৩৪২.৫৭	৯৭% ৯৭% ৯৭%	৮৯%
০৯।	বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২৩	১১৫৬৯.৪১ ১১৫১৭.৪১ ৫২.০০	১১২৭১.২৪ ১১২১৯.৭৪ ৫১.৫০	৯৭% ৯৭% ৯৯%	৯৭%
১০।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১০	১৮১৪১.০০ ১৭২৭৪.০০ ৮৬৭.০০	১৭৬৫০.৯২ ১৭০৬৩.৭৭ ৫৮৭.১৫	৯৭% ৯৯% ৬৮%	১০০%
১১।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩৬	৪৯৮৮০.০০ ৪৮০০৮.০০ ১৮৭২.০০	৪৮২৮৭.৭৫ ৪৬৪১৫.৭৫ ১৮৭২.০০	৯৭% ৯৭% ১০০%	৯৬%
১২।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১১	২৮২৩১৮.০০ ১৪৫৭৩২.০০ ১৩৬৫৮৬.০০	২৭৩১৬৫.২৯ ১৪৪১৩৯.৬৬ ১২৯০২৫.৬৩	৯৭% ৯৯% ৯৪%	৯৪%
১৩।	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)	৩	৩১০৯.০০ ৩৯.০০ ৩০৭০.০০	২৯৯১.৯০ ৩৬.০৯ ২৯৫৫.৮১	৯৬% ৯৩% ৯৬%	৯৪%
১৪।	কৃষি মন্ত্রণালয়	৬০	৯৪৩১৫.০০ ৬৮৮৫৯.০০ ২৫৪৫৬.০০	৯০২০৫.৪৫ ৬৭৭২৪.৯৬ ২২৪৮০.৪৯	৯৬% ৯৮% ৮৮%	৯৪%
১৫।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	১৩	২৪১২০.০০ ১৫২৫২.০০ ৮৮৬৮.০০	২৩০০২.৪৭ ১৪৪৭৫.০৬ ৮৫২৭.৪১	৯৫% ৯৫% ৯৬%	১০০%
১৬।	স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৫০	৬৯৬২৭৩.০০ ৪৩৮১৫৬.০০ ২৫৮১১৭.০০	৬৬০৫১৫.৬৭ ৪২২৮৯০.০৮ ২৩৭৬২৫.৬০	৯৫% ৯৭% ৯২%	৯৫%
১৭।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৭২	১৪৩০৩০.০০ ৮৯৮০৪.০০ ৫৩২২৬.০০	১৩৫৬২১.৩৩ ৮৮০৮৬.৭০ ৪৭৫৩৪.৬২	৯৫% ৯৮% ৮৯%	৯১%
১৮।	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৮	৪২৭৭.০০ ২৯৬০.০০ ১৩১৭.০০	৩৯৭০.৮২ ২৮৫২.৭৩ ১১১৮.০৯	৯৩% ৯৬% ৮৫%	৯১%
১৯।	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৮	৮০২১.১৩ ৬১৭৬.১৩ ১৮৪৫.০০	৭৪১১.৮৩ ৬১৬৯.২৪ ১২৪২.৫৯	৯২% ১০০% ৬৭%	৮৬%
২০।	বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৫	৯১৩.০০ ৮৯৮.০০ ১৫.০০	৮৪২.৯০ ৮৩৭.৯০ ৫.০০	৯২% ৯৩% ৩৩%	৯২%
২১।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১৪	১২২৭৫.৭৪ ১২১৫৬.৭৪ ১১৯.০০	১১৩০৯.৬৩ ১১১৯৮.৪৭ ১১১.১৬	৯২% ৯২% ৯৩%	৯৩%

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ	আর্থিক অগ্রগতি		বাস্তব* অগ্রগতি (%)
			মোট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প সাহায্য	মোট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প সাহায্য	বরাদ্দের শতকরা হার	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২২।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১১	**৫০০৫.০০** **৪০১০.০০** **৯৯৫.০০**	**৪৫৫৮.২৭** **৩৯৫০.৭৩** **৬০৭.৫৪**	**৯১%** **৯৯%** **৬১%**	৮৬%
(খ) জাতীয় গড় ৯১% এর কম কিন্তু ৭৫% বা তদূর্ধ্ব আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন ২৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ						
২৩।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৭১	১২৫৪৩৪.০০ ৭৭৩৭৬.০০ ৪৮০৫৮.০০	১১২৯৬৬.৩৪ ৭৩৫৪৯.৩৭ ৩৯৪১৬.৯৭	৯০% ৯৫% ৮২%	৮৮%
২৪।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫	**৬৯২.০০** **৬৯২.০০** **০.০০**	**৬১০.৭৩** **৬১০.৭৩** ০.০০	৮৮% ৮৮% ০.০০	৬০%
২৫।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৭	**৩৪০৯.০০** **২০৯৭.০০** **১৩১২.০০**	**২৯৭২.৫২** **১৯২৩.১৯** **১০৪৯.৩৩**	৮৭% ৯২% ৮০%	৮৩%
২৬।	পরিসংখ্যান বিভাগ	৮	**২২৩৪.০০** **১৫৭৪.০০** **৬৬০.০০**	**১৯৭৩.৩৯** **১৪০১.৫৬** **৫৭১.৮৩**	৮৮% ৮৯% ৮৭%	৯৪%
২৭।	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	১০	**৯৫৭২.০০** **৬১১৩.০০** **৩৪৫৯.০০**	**৮৩৪১.৩৭** **৪৭০৬.৬৭** **৩৬৩৪.৭০**	৮৭% ৭৭% ১০৫%	৮৭%
২৮।	বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন	২	**২১১.০০** **১২৫.০০** **৮৬.০০**	**১৮৩.৫০** **১২৪.৫০** **৫৯.০০**	৮৭% ১০০% ৬৯%	৬৯%
২৯।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	২০	**২৮৬৮৭৬.০০** **১১৪১৩৮.০০** **১৭২৭৩৮.০০**	**২৪৭৭৪৮.৬১** **১০৭৮৮০.১৩** **১৩৯৮৬৮.৪৮**	৮৬% ৯৫% ৮১%	৮০%
৩০।	সড়ক ও রেলপথ বিভাগ (যোগাযোগ মন্ত্রণালয়)	১৪৯	**৩০৪৪৫৪.৭৫** **২২৭৩২৮.৭৫** **৭৭১২৬.০০**	**২৬১৪১০.৩১** **২০৫৭৯৬.৮৬** **৫৫৬১৩.৪৫**	৮৬% ৯১% ৭২%	৭৭%
৩১।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪	**২৭১৬০.৫৫** **১২৪৫২.৫৫** **১৪৭০৮.০০**	**২৩৩৫৮.১৩** **১২১১৮.৯৬** **১১২৩৯.১৭**	৮৬% ৯৭% ৭৬%	৯৯%
৩২।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৪৫	**২৫৫৩৪.০০** **১২০৪৮.০০** **১৩৪৮৬.০০**	**২১২৭৩.৩০** **১১৩৯৭.৯০** **৯৮৭৫.৪০**	৮৩% ৯৫% ৭৩%	৮৪%
৩৩।	খাদ্য বিভাগ	৫	**৩৭০৩.০০** **২৫৮১.০০** **১১২২.০০**	**৩০৫১.২৯** **২৩২০.০০** **৭৩১.২৯**	৮২% ৯০% ৬৫%	৮২%
৩৪।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৩৭	**৮৩৬২.০০** **৩৭০৮.০০** **৪৬৫৪.০০**	**৬৮৪৯.২৯** **৩৬২৩.৭৪** **৩২২৫.৫৫**	৮২% ৯৮% ৬৯%	৭৪%
৩৫।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	২	**১৬৯৯.০০** **৩৫৬.০০** **১৩৪৩.০০**	**১৩৯১.৩২** **৪৮.৩২** **১৩৪৩.০০**	৮২% ১৪% ১০০%	৮৭%

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ	আর্থিক অগ্রগতি		বাস্তব* অগ্রগতি (%)
			মোট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প সাহায্য	মোট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প সাহায্য	বরাদ্দের শতকরা হার	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৩৬।	নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়	২০	**২০৮৮১.০০**	**১৬৮৬৪.২৮**	৮১%	৯৩%
			১৫৫৮৪.০০	**১৩৩৩৩.৪৭**	৮৬%	
			৫২৯৭.০০	**৩৫৩০.৮১**	৬৭%	
৩৭।	সেতু বিভাগ (যোগাযোগ মন্ত্রণালয়)	২	**৩৮৫৩৭.৫০**	**৩০৮৯৮.৫০**	৮০%	৮৫%
			২৪৪৩৭.৫০	**২০৬৩৭.৫০**	৮৪%	
			১৪১০০.০০	**১০২৬১.০০**	৭৩%	
৩৮।	অর্থ বিভাগ	৬	**৮৬৩৮.০০**	**৬৮৫০.৭০**	৭৯%	৩৪%
			১৩০৯.০০	**৬৫৩.৩৫**	৫০%	
			৭৩২৯.০০	**৬১৯৭.৩৫**	৮৫%	
৩৯।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১	**২০১.০০**	**১৫৮.৬৫**	৭৯%	৮১%
			৩১.০০	**২৫.২৫**	৮১%	
			১৭০.০০	**১৩৩.৪০**	৭৮%	
৪০।	ভূমি মন্ত্রণালয়	৫	**৯৭১০.০০**	**৭৫৫৮.০০**	৭৮%	৭৪%
			৯৪১৮.০০	**৭৪০২.০০**	৭৯%	
			২৯২.০০	**১৫৬.০০**	৫৩%	
৪১।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৫	**৬৯৩৩.৫০**	**৫৩৩৩.৭৩**	৭৭%	৭৫%
			৬৪১১.৫০	**৪৮২৭.৭৩**	৭৫%	
			৫২২.০০	**৫০৬.০০**	৯৭%	
৪২।	বিদ্যুৎ বিভাগ	৫১	**২৬৪৪২৬.০০**	**২০২৪৫৩.৭১**	৭৭%	৭১%
			১২২৭০৮.০০	**১১৪৩২৩.৩০**	৯৩%	
			১৪১৭১৮.০০	**৮৮১৩০.৪১**	৬২%	
৪৩।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৬	**২১২১.০০**	**১৫৮৭.৯৭**	৭৫%	৭৮%
			৫২১১.০০	**২৩৫.৬৮**	৪৫%	
			১৬০০.০০	**১৩৫২.২৯**	৮৫%	
৪৪।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৪	**৮৬৪২.২৮**	**৬৪৮২.২৫**	৭৫%	৮৬%
			৪৫১৪.২৮	**৪৩৫৬.৫৮**	৯৭%	
			৪১২৮.০০	**২১২৫.৬৭**	৫১%	
৪৫।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২২	২৬৮৭৩.৫৫	২০০১৮.৯৭	৭৪%	৬৭%
			৫১৩১.৫৫	৫০০৯.২৭	৯৮%	
			২১৭৪২.০০	১৫০০৯.৭০	৬৯%	
(গ) ৭৫% এর কম কিন্তু ৫০% বা তদূর্ধ্ব আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন ৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ						
৪৬।	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	৪	১১৯৯২.০০	৮২৩১.০৩	৬৯%	৬৯%
			৫৭২৩.০০	৪৫২৫.৪০	৭৯%	
			৬২৬৯.০০	৩৭০৫.৬৩	৫৯%	
৪৭।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১৫	১৩১৬৭.০০	৮৭১১.৫৫	৬৬%	৭১%
			১৩১৬৭.০০	৮৭১১.৫৫	৬৬%	
			০.০০	০.০০	০.০০	
৪৮।	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৬	**১৯৬৮৬.০০**	**১১১৭০.৯০**	৫৭%	৫৬%
			৮৩২.০০	**৬০৮.৯২**	৭৩%	
			১৮৮৫৪.০০	**১০৫৬১.৯৮**	৫৬%	
(ঘ) ৫০% এর কম আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন ৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ						
৪৯।	পরিকল্পনা বিভাগ (বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দসহ)	১৪	**১১৭১৬.০৯**	**৪১১৩.২৪**	৩৫%	৩৪%
			২১৮৪.০৯	**১৯৬৭.৪৬**	৯০%	
			৯৫৩২.০০	**২১৪৫.৮৭**	২৩%	

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ	আর্থিক অগ্রগতি		বাস্তব** অগ্রগতি (%)
			মোট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প সাহায্য	মোট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প সাহায্য	বরাদ্দের শতকরা হার	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৫০।	দর্নীতি দমন কমিশন	১	৫০.০০ ০.০০ ৫০.০০	১৬.২০ ০.০০ ১৬.২০	৩২% ০০ ৩২%	৯৩%
৫১।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩	১২০.০০ ১২০.০০ ০.০০	২৩.০৩ ২৩.০৩ ০.০০	১৯% ১৯% ০.০	২০%
৫২।	সংসদ বিষয়ক সচিবালয়	২	৪২৯.০০ ০.০০ ৪২৯.০০	৭৫.৯৯ ০.০০ ৭৫.৯৯	১৮% ০.০ ১৮%	১৮%
	মোট ঃ	**১০৯০***	**২৮৫০০০০.০০** **১৭২০০০০.০০** **১১৩০০০০.০০**	**২৫৯১৭৩৪.৫৬** **১৬৪০৫০১.৫৪** **৯৫১২৩৩.০৩**	**৯১%** **৯৫%** **৮৪%**	**৮৭%**

* মল প্রকল্প ১০৯০টি + উপ-প্রকল্প ৮৪টি এবং থোক বরাদ্দের ১০টি ক্ষেত্রসহ মোট ১১৮৪টি প্রকল্প।

** বাস্তব অগ্রগতি তৌলমান (Weighted Average) পদ্ধতি তে নির্ণয় করা হয়েছে।

সারণী-৫.১ এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,

- সংশোধিত এডিপিতে জাতীয় গড়ের (৯১%) সমান ও তদূর্ধ্ব আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হলো ২২টি এবং অবশিষ্ট ৩০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আর্থিক অগ্রগতি জাতীয় গড়ের নীচে ;

- সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি তথা জাতীয় গড় হার (৯১%) এর নীচে আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/ বিভাগগুলো হলো – পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (৯০%); স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (৮৬%); সড়ক ও রেলপথ বিভাগ (যোগাযোগ মন্ত্রণালয়) (৮৬%); মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় (৮৩%); পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (৮২%); বিদ্যুৎ বিভাগ (৭৭%) এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (৭৪%);

- বাস্তব অগ্রগতির জাতীয় গড় হার (৮৭%) এর নীচে ভৌত অগ্রগতি সম্পন্ন মোট ২৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো হলো- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (৮০%); সড়ক ও রেলপথ বিভাগ (যোগাযোগ মন্ত্রণালয়) (৭৭%); বিদ্যুৎ বিভাগ (৭১%); সেতু বিভাগ (৮৫%) এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (৬৭%) সহ আরো কয়েকটি মন্ত্রণালয়;

- আলোচ্য বছরে সংশোধিত এডিপিতে সংসদ বিষয়ক সচিবালয় এবং দূর্নীতি দমন কমিশন-এ দু'টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে স্থানীয় মুদ্রা বরাদ্দ নেই। অবশিষ্ট ৫০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ২৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় গড় হার (৯৫%) অপেক্ষা কম অর্থ ব্যয় করতে পেরেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো হচ্ছে - বিদ্যুৎ বিভাগ (৯৩%); সেতু বিভাগ (৮৪%); খাদ্য বিভাগ (৯০%); সড়ক ও রেলপথ বিভাগ (৯১%)। স্থানীয় মুদ্রা কম ব্যয় হওয়ার কারণসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণ প্রতিবেদনের **সংযোজনী-'গ'**-তে দেয়া হলো ;

- আলোচ্য বছরে ৪টি মন্ত্রণালয়ে (প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়) প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ নেই। প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ২৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় গড় হার (৮৪%) অপেক্ষা কম অর্থ ব্যয় করেছে, এমন উল্লেখযোগ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো হলো – স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (৮১%); সড়ক ও রেলপথ বিভাগ (যোগাযোগ মন্ত্রণালয়) (৭২%); বিদুৎ বিভাগ (৬২%) এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (৬৯%)। প্রকল্প সাহায্য কম ব্যয় হওয়ার কারণসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণ প্রতিবেদনের **সংযোজনী-'ঘ'**-তে দেয়া হলো ;

- তুলনামূলকভাবে কম বরাদ্দ প্রাপ্ত ৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট আর্থিক অগ্রগতি জাতীয় গড় অগ্রগতির ঊর্ধ্বে তা হলো - প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (১০০%); বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (১০০%); দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ (৯৮%); শিল্প মন্ত্রণালয় (৯৮%); তথ্য মন্ত্রণালয় (৯৮%) এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (৯৬%);

- সবচেয়ে কম আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে জাতীয় সংসদ সচিবালয় (১৮%), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (১৯%), দর্নীতি দমন কমিশন (৩২%) সহ অন্যান্য কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

৮.২ মূল এডিপি এবং সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আর্থিক অগ্রগতির একটি তুলনামূলক চিত্র সারণী ৫.২ -এ তুলে ধরা হলো ঃ

সারণী-৫.২ ঃ ২০০৯-১০ অর্থবছরে মূল ও সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সংঃ এডিপিতে প্রকল্প সংখ্যা	২০০৯-১০ অর্থবছরের মোট এডিপি বরাদ্দ		মোট আর্থিক অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি হার		বাস্তব অগ্রগতি (%)
			মূল	সংশোধিত		মূল (মোট বরাদ্দের %)	সংশোধিত (মোট বরাদ্দের %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১।	স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৫০	৬৫১৩৮৪.০০	৬৯৬২৭৩.০০	৬৬০৫১৫.৬৭	১০১%	৯৫%	৯৫%
২।	সড়ক ও জনপথ বিভাগ (যোগাযোগ মন্ত্রণালয়)	১৪৯	২৮৯৮৫৪.০০	৩০৪৪৫৪.৭৫	২৬১৪১০.৩১	৯০%	৮৬%	৭৭%
৩।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	২০	৩০৬৩৭৯.০০	২৮৬৮৭৬.০০	২৪৭৭৪৮.৬১	৮১%	৮৬%	৮০%
৪।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১১	২৮২৮৪৩.০০	২৮২৩১৮.০০	২৭৩১৬৫.২৯	৯৭%	৯৭%	৯৪%
৫।	বিদ্যুৎ বিভাগ	৫১	৩১৩৩২০.০০	২৬৪৪২৬.০০	২০২৪৫৩.৭১	৬৫%	৭৭%	৭১%
৬।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৭২	৯৪৭৫৪.০০	১৪৩০৩০.০০	১৩৫৬২১.৩৩	১৪৩%	৯৫%	৯১%
৭।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৭১	৮৯১৯৯.০০	১২৫৪৩৪.০০	১১২৯৬৬.৩৪	১২৭%	৯০%	৮৮%
৮।	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৩৩	৬৮৩৯৪.০০	১০৯১৮৩.০০	১৩৬৭৬৪.০২	২০০%	১২৫%	৯৫%
৯।	কৃষি মন্ত্রণালয়	৬০	৮৬০৬৮.০০	৯৪৩১৫.০০	৯০২০৫.৪৫	১০৫%	৯৬%	৯৫%
১০।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রঃ	১৬	৫৪৪৬১.০০	৫৩৫৮২.০০	৫২৮২৭.৬৩	৯৭%	৯৯%	৯৫%
	মোট ঃ	**৬৩৩**	২২৩৬৬৫৬.০০	২৩৫৯৮৯১.৭৫	২১৭৩৬৭৮.৩৬	৯৭%	৯২%	--

এডিপি বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি মূলতঃ সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত এ ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল। সারণী ৫.২ এর তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বরাদ্দ মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ৮৩%। উক্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি ৯২%, যা জাতীয় গড় আর্থিক অগ্রগতির (৯১%) থেকে ১% বেশী। এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সর্বোচ্চ (জাতীয় গড় অগ্রগতির সমান বা তদূর্ধ্ব) আর্থিক অগ্রগতি অর্জন করেছে;
- উল্লিখিত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় গড়ের নীচে আর্থিক অগ্রগতি অর্জন করেছে। এ চারটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ হলো- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (৯০%); সড়ক ও জনপথ বিভাগ (যোগাযোগ মন্ত্রণালয়) (৮৬%); বিদ্যুৎ বিভাগ (৭৭%) এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (৮৬%);
- বরাদ্দ ব্যবহারে সক্ষম না হওয়ায় উলিখিত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ কমাতে হয়েছে। অপরপক্ষে, ৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে।
- ২০০৯-১০ অর্থবছরে নিম্ন আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অগ্রগতির হারের বিবরণের সাথে একই মন্ত্রণালয়/বিভাগের গত দু'বছরের অগ্রগতির হারের তুলনামলক চিত্র সারণী-৫.৩ এ দেয়া হলোঃ

সারণী-৫.৩ ঃ ২০০৯-১০ অর্থবছরে কম অগ্রগতি সম্পন্ন ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৩ বছরের অগ্রগতির চিত্র

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	আর্থিক অগ্রগতির হার		
		২০০৯-১০	২০০৮-০৯	২০০৭-০৮
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	সংসদ বিষয়ক সচিবালয়	১৮%	৩%	৩৯%
২।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৯%	০%	০%
৩।	দর্নীতি দমন কমিশন	৩২%	৫৭%	৪০%
৪।	পরিকল্পনা বিভাগ (থোক সহ)	৩৫%	২৫%	১৮%
৫।	ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৫৭%	--	--
৬।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৬৬%	৭৫%	৭৩%
৭।	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন	৬৯%	২৪%	০%
৮।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৭৫%	৮৫%	৯৬%
৯।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (থোক বরাদ্দসহ)	৭৫%	৫১%	৮০%
১০।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৭৫%	৯২%	৯৩%

সারণী-৫.৩ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ২০০৯-১০ অর্থবছরে সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি ৯১% অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এগুলোর মধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অগ্রগতি গত ২০০৭-০৮ অর্থবছরের সার্বিক অগ্রগতির (৮২%) এর বেশী ছিল এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অগ্রগতি গত ২০০৭-০৮ ও ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সার্বিক অগ্রগতির (যথাক্রমে ৮২% ও ৮৬%) চেয়ে বেশী ছিল। এ ২টি বিভাগ ছাড়া অবশিষ্ট ৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অগ্রগতি গত ২০০৭-০৮ ও ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সার্বিক অগ্রগতির (যথাক্রমে ৮২% ও ৮৬%) চেয়ে কম ছিল। অর্থাৎ বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, এ সব মন্ত্রণালয়/বিভাগের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমাগত ৩ বছরেও সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি।

৯। প্রকল্প ভিত্তিক সার্বিক এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

২০০৯-১০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বরাদ্দকৃত অর্থের তুলনায় অর্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির চিত্র সারণী-৬ ও ৭ - এ তুলে ধরা হলো ঃ

সারণী-৬ ঃ প্রকল্প ভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতির বিভাজন

(কোটি টাকায়)

বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জিত আর্থিক অগ্রগতির (%) শ্রেণীবিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা	মোট প্রকল্প সংখ্যার শতকরা হার	মোট সংশোধিত বরাদ্দ	মোট সংশোধিত বরাদ্দের %	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১০০% ও তদূর্ধ্ব	৪৪৪	৩৮%	৯৪০৮.১১	৩৩%	প্রশংসনীয়
৯০-৯৯%	৩৩৮	২৯%	১০৮৬৮.০৩	৩৮%	সন্তোষজনক
৭৬-৮৯%	১১২	৯%	৩৬৬৬.০৫	১৩%	মোটামুটি সন্তোষজনক
৫১-৭৫%	১১৯	১০%	২৮৮৫.১৩	১০%	সন্তোষজনক নয়
২৬-৫০%	৪১	৩%	৯০০.৭২	৩%	
২৫%-তদ্‌নিম্ন	৪৩	৪%	৬২২.২৪	২%	হতাশাব্যঞ্জক
০	৮৭	৭%	১৪৯.৭২	১%	
মোট ঃ	১১৮৪*	১০০%	২৮৫০০.০০	১০০%	

* পুনঃউপযোজনে ২৮টি নতুন প্রকল্প, উপ-প্রকল্প ৮৪টি এবং থোক বরাদ্দের ১১টি ক্ষেত্রসহ মোট ১১৮৪টি প্রকল্প।

সারণী-৭ ঃ প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতির বিভাজন

(কোটি টাকায়)

বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জিত বাস্তব অগ্রগতির (%) শ্রেণীবিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা	মোট প্রকল্প সংখ্যার শতকরা হার	মোট সংশোধিত বরাদ্দ	মোট সংশোধিত বরাদ্দের %	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১০০% ও তদূর্ধ্ব	৪৫৮	৩৯%	১০৫৮৩.৭২	৩৭%	প্রশংসনীয়
৯০-৯৯%	২৫৩	২১%	৭৪৯৭.৬১	২৬%	সন্তোষজনক
৭৬-৮৯%	১৫৮	১৩%	৫৩১০.৬২	১৯%	মোটামুটি সন্তোষজনক
৫১-৭৫%	৯৫	৮%	২২৫৩.৮০	৮%	সন্তোষজনক নয়
২৬-৫০%	৬৫	৫%	১৯৮১.৬৫	৭%	
২৫%-তদ্‌নিম্ন	৪১	৩%	৩৬৮.২৪	১%	হতাশাব্যঞ্জক
০	১১৪	১০%	৫০৪.৩৭	২%	
মোট ঃ	১১৮৪*	১০০%	২৮৫০০.০০	১০০%	

* পুনঃউপযোজনে ২৮টি নতুন প্রকল্প, উপ-প্রকল্প ৮৪টি এবং থোক বরাদ্দের ১১টি ক্ষেত্রসহ মোট ১১৮৪টি প্রকল্প।

সারণী-৬ ও ৭ এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,

- আলোচ্য অর্থবছরে ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১১৮৪টি প্রকল্পের (উপ-প্রকল্প ও অন্যান্য প্রকল্পসহ) মধ্যে ৪৪৪টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ৩৮%) আর্থিক এবং ৪৫৮টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ৩৯%) বাস্তব অগ্রগতি প্রশংসনীয় (১০০% বা তদূর্ধ্ব);
- ৩৩৮টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ২৯%) আর্থিক এবং ২৫৩টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ২১%) বাস্তব অগ্রগতি সন্তোষজনক;

- ১১২টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ৯%) আর্থিক এবং ১৫৮টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ১৩%) বাস্ব অগ্রগতি মোটামুটি সন্তোষজনক;
- ১৬০টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ১৩%) আর্থিক এবং ১৬০টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ১৩%) বাস্ব অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়;
- ৪৩টি প্রকল্পে (মোট প্রকল্পের ৪%) সারা বছরে তেমন কোন ব্যয় এবং ৪১টি প্রকল্পে (মোট প্রকল্পের ৩%) সারা বছরে তেমন কোন কাজ হয়নি এবং
- ২০০৯-১০ অর্থবছরে শূন্য আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন ৮৭টি প্রকল্পের মধ্যে ১টি প্রকল্পের বরাদ্দ এডিপিতে শন্য ছিল এবং ৬টি প্রকল্পে বরাদ্দ পুনঃউপযোজনের মাধ্যমে সমর্পন করে শন্য করা হয়েছে। শন্য আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন অবশিষ্ট ৮০টি প্রকল্পের সংশোধিত এডিপিতে প্রদত্ত মোট বরাদ্দ ১৪৯.৭২ কোটি টাকা (স্থানীয় মুদ্রা ৫১.২০ কোটি টাকা) অব্যয়িত থেকে যায় (শূন্য আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন এ **৮৭টি প্রকল্পের তালিকা সংযোজনী-'চ' তে** এবং শূন্য বাস্তব অগ্রগতি সম্পন্ন **১১৪টি প্রকল্পের তালিকা সংযোজনী-'ছ'** তে দেয়া হলো)। মন্ত্রণালয়/বিভাগ-ওয়ারী প্রকল্প ভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের বিস্রিত বিবরণ প্রতিবেদনের **সংযোজনী-'ঙ'-তে** দেয়া হয়েছে।

১০। <u>এডিপিভুক্ত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি</u> ঃ

২০০৯-১০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি নীচের সারণী-৮ এ দেখানো হলো ঃ

সারণী-৮ঃ <u>প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতির বিভাজন</u>

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের শতকরা হার	প্রকল্প সংখ্যা		
	মোট (মোট প্রকল্প সংখ্যার %)	সমাপ্ত ঘোষিত	বাস্তবায়নাধীন/মেয়াদ বৃদ্ধিকৃত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১০০% ও তদূর্ধ্ব	৮৩ (৭%)	৪২	৪১
৯০-৯৯%	১৩২ (১১%)	৭৫	৫৭
৭৬-৮৯%	১২২ (১০%)	৩৫	৮৭
৫১-৭৫%	২১১ (১৮%)	১৮	১৯৩
২৬-৫০%	২১৬ (১৮%)	১৩	২০৩
১%-২৫%	৩৬২ (৩১%)	১২	৩৫০
০	৫৮ (৫%)	০	৫৮
মোট ঃ	১১৮৪* (১০০%)	১৯৫	৯৮৯

* পুনঃউপযোজনে ২৮টি নতুন প্রকল্প, উপ-প্রকল্প ৮৪টি এবং থোক বরাদ্দের ১১টি ক্ষেত্রসহ মোট ১১৮৪টি প্রকল্প।

সারণী-৮ এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,

- ৮৩টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ৭%) প্রাক্কলিত ব্যয়ের সম্পূর্ণ অংশ বা তদূর্ধ্ব ব্যয় হয়েছে;
- ১০০% বা তদূর্ধ্ব আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন ৮৩টি প্রকল্পের মধ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে মাত্র ৪২টি প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়, অবশিষ্ট ৪১টি প্রকল্প সংশোধন করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে;

- ৯০-৯৯% আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন **১৩২**টি প্রকল্পের মধ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে মাত্র ৭৫টি প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়, অবশিষ্ট ৫৭টি প্রকল্প সংশোধন করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- ৭৬-৮৯% আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন **১২২**টি প্রকল্পের মধ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে মাত্র ৩৫টি প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়, অবশিষ্ট ৮৭টি প্রকল্প সংশোধন করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- ৫১-৭৫% আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন **২১১**টি প্রকল্পের মধ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে মাত্র **১৮**টি প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়, অবশিষ্ট **১৯৩**টি প্রকল্প সংশোধন করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত ব্যয় করে ২৫টি প্রকল্পকে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে;
- মোট প্রকল্পের ৫% অর্থাৎ ৫৮টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ছিল শূন্য।

১১। সমাপ্ত প্রকল্প ঃ

১১.১ সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

২০০৯-১০ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মল এডিপিভুক্ত ১০৯০টি প্রকল্পের মধ্যে ২৩২টি প্রকল্প (মোট প্রকল্পের ২০%) জুন ২০১০ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। এ প্রকল্পগুলির মধ্যে **১৯১টি** প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। অবশিষ্ট **৪১টি** প্রকল্পকে সমাপ্ত ঘোষণা না করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অপরদিকে, আলোচ্য বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল না এমন **৪টি** প্রকল্পকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এতে মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় **১৯৫**টি। কিছু কাজ অসমাপ্ত থাকা সত্ত্বেও **১৫৩**টি প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নের সারণী-৯ এ তুলে ধরা হলো, যার বিস্তারিত বিবরণ **সংযোজনী-'জ'** তে দেখা যেতে পারে।

সারণী-৯ ঃ **২০০৮-০৯ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প সংক্রান্ত চিত্র**

সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প সংখ্যা	নির্ধারিত ২৩২টি'র মধ্যে জুন '১০ পর্যন্ত সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা বহির্ভূত সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা	মোট সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা	১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে এমন প্রকল্প সংখ্যা	কিছু কাজ অসমাপ্ত থাকা সত্ত্বেও সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্প সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২৩২	১৯১	৪	১৯৫	৪২	১৫৩

সারণী-৯ হতে দেখা যায় যে, বাস্তবায়নকারী সংস্থা তথা মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্তির যে প্রক্ষেপণ করা হয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্জিত হয় না। তাছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশ কিছু কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এতে প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্যাবলী সম্পূর্ণভাবে অর্জিত হয় না।

১১.২ সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় বিশ্লেষণ ঃ

২০০৯-১০ অর্থবছরে সমাপ্ত **১৯৫**টি প্রকল্পের মূল ও প্রকৃত বাস্তবায়নকাল এবং অনুমোদিত ও প্রকৃত ব্যয়ের চিত্র সারণী-১০ এ উপস্থাপন করা হলো ঃ

সারণী-১০ ঃ ২০০৯-১০ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকাল এবং ব্যয়ের চিত্র

(কোটি টাকায়)

২০০৯-১০ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা	নির্ধারিত সময় ও ব্যয়ে সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা (মোট সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যার %)	শুধু প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এমন প্রকল্প সংখ্যা (মোট সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যার %)	শুধু বাস্তবায়ন-কালের অতিক্রান্তি ঘটেছে এমন প্রকল্প সংখ্যা (মোট সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যার %)	ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে এমন প্রকল্প সংখ্যা (মোট সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যার %)	সমাপ্ত প্রকল্পের গড় বাস্তবায়ন কাল বৃদ্ধি	সমাপ্ত প্রকল্পের গড় ব্যয় বৃদ্ধি
					বছর (বৃদ্ধির %)	ব্যয় (বৃদ্ধির %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১৯৫	৯২ (৪৭%)	১২ (৬%)	৫১ (২৬%)	৪০ (২১%)	২.৭৯ (৮০.৪০%)	২৮.১০ (২৫.৮১%)

সারণী-১০ এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,

- ১৯৫টি প্রকল্পের মধ্যে বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি পেয়েছে এমন প্রকল্পের মোট সংখ্যা ৯১টি এবং ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এমন প্রকল্পের মোট সংখ্যা ৫২টি ;
- সমাপ্ত প্রকল্পের মূল পরিকল্পিত গড় বাস্তবায়নকাল ছিল ৩.৪৭ বছর। এর বিপরীতে প্রকৃত গড় বাস্তবায়নকাল দাঁড়িয়েছে ৬.২৬ বছর। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকল্পের গড় প্রকৃত বাস্তবায়নকাল গড় পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল থেকে ২.৭৯ বছর (৮০.৪০%) বৃদ্ধি পেয়েছে ;
- সমাপ্ত প্রকল্পের মূল গড় প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১০৮.৮৬ কোটি টাকা। এর বিপরীতে গড় প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১৩৬.৯৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকল্পের গড় প্রকৃত ব্যয় গড় পরিকল্পিত ব্যয় থেকে ২৮.১০ কোটি টাকা (২৫.৮১%) বৃদ্ধি পেয়েছে।

১২। **প্রকল্প অনুমোদন পর্যায় ঃ**

২০০৯-১০ অর্থবছরসহ গত পাঁচ বছরের এডিপিভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্পের অনুমোদন অগ্রগতির একটি তুলনামূলক চিত্র সারণী-১১ তে দেয়া হলো ঃ

সারণী-১১ ঃ ২০০৯-১০ অর্থবছরসহ গত চার বছরের প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা	এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির সময় অননুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা (মোট প্রকল্প সংখ্যার %)	বছর ভিত্তিক অনুমোদিত হয়েছে এমন প্রকল্প সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
২০০৯-১০	১০৯০	৪৬৩	২২৪
২০০৮-০৯	১০৪০	১৪৪	২০০
২০০৭-০৮	১০৫৮	১১৩	১৭২
২০০৬-০৭	১০৯৮	১০০	২৪০

সারণী-১১ হতে দেখা যায় যে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৪৬৩টি অননুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে ২২৪টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যা বিগত অর্থবছর থেকে ২৪টি বেশী।

১৩। <u>সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০০৯-১০ অর্থবছরের ক্রয় কার্যক্রমের চিত্র</u> ঃ

২০০৯-১০ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্রয়-কার্যক্রমে মোট বরাদ্দ ১৬৬৪৬.৬৩ কোটি টাকা, যার আওতায় বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনাতে ২৯২৮৩টি প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মধ্যে জুন ২০১০ পর্যন্ত ২০৮৭৭টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে (যা মোট প্যাকেজের ৭১%)। কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজগুলোর বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১৪৬৪১.৪৭ কোটি টাকা (যা মোট ক্রয়-কার্যক্রম বরাদ্দের ৮৮%)। উল্লেখ্য, সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি ৯২% এর তুলনায় মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর ক্রয়-কার্যক্রমের আওতায় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে ৮৮%। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ক্রয়-কার্যক্রমের অগ্রগতি আরো বেশী হলে সার্বিক অগ্রগতি অনেক বেশী হতো। **ক্রয়-কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ সংযোজনী-'ঝ'-তে** দেয়া হলো।

১৪। <u>সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত সংস্কারমূলক কার্যাবলী</u> ঃ

১৪.১। সরকারি ক্রয়কার্যক্রমে অধিকতর গতিশীলতা আনয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, দক্ষতা ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থের উত্তম ব্যবহার (Best value for money) ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্ব ব্যাংক এর যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে Country Procurement Assessment Report (CPAR) পরিচালনাপূর্বক ২০০০ সালে ''একশন প্ল্যান'' সহ এর প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।

১৪.২। প্রণীত CPAR রিপোর্টের ''একশন প্ল্যান'' এর ওপর বিগত ০৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০১ তারিখে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ''একনেক'' সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় "Public Procurement Reform" কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অতঃপর এ জটিল এবং সংবেদনশীল সংস্কার কর্মসূচির আওতায় প্রথম পর্যায়ে সরকারি ক্রয়ের জন্য একটি uniform প্রবিধান (Public Procurement Regulation-২০০৩) জারি ও কার্যকর করা হয়।

১৪.৩। Public Procurement Regulation-2003 এর বাস্তব প্রয়োগযোগ্যতার অনুসরণে ''পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬'' এবং ''পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮'' ৩১ শে জানুয়ারী ২০০৮ থেকে কার্যকর করা হয়। উক্ত আইন ও বিধিমালাকে অধিকতর ব্যবহারোপযোগী করার জন্য গত ১২/০৮/২০০৯ তারিখে ক্রয় বিধিমালায় এবং গত ১২/১১/২০০৯ ও ১৮/০৭/২০১০ তারিখে ক্রয় আইনে কতিপয় সংশোধনী গেজেট আকারে জারি করা হয়েছে।

১৪.৪। ক্রয় খাতে সংস্কারের সার্বিক দিক বিবেচনায় রেখে এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "Public Procurement Reform Project (PPRP-II)" -শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের (জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১২ পর্যন্ত) কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্কার কার্যক্রমসমূহ বিম্নোক্ত ৪টি কম্পোনেন্টের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছেঃ

- **Component 1 : Further Policy Reform and Capacity Development :**
  - এ Component এর আওতায় ইতোপূর্বে জারিকৃত ০৯টি Standard Tender Document পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর আওতায় সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪টি টার্গেট এজেন্সি (RHD, LGED, BWDB & REB) সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রকিউরমেন্ট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে ৪৬টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা

করে প্রায় ১২০০ জন ক্রয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, নীতি-নির্ধারক, সরবরাহকারী/ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের লোকবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য BPATC, APD, FIMA, BIAM, BCS (Admn.) Academy সহ দেশের সকল সরকারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন মডিউলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৪০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১ম পর্ব রিফর্মের আওতায় প্রায় ১৮০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- "Development for Procurement core Competence skills and Accreditation Program" এর বিষয়ে CIPS (Chartered Institute of Purchasing and Supply) এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী প্রথম ব্যাচের ২০জন কর্মকর্তার M-CIPS Program চলছে।

➢ **Component 2: Strengthening Procurement Management of 4 (four) Target Agencies & CPTU/IMED:**

- এ Component এর আওতায় ৪৫টি indicator ব্যবহার করে ক্রয় কার্যক্রমের Compliance monitoring করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- CPTU এর বিদ্যমান প্রকিউরমেন্ট মনিটরিং ব্যবস্থা (PROMIS) এবং Dynamic website কে enhanced করা হয়েছে।
- PROMIS Ges Dynamic website পরিচালনার জন্য প্রকিউরমেন্ট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রাথমিক পর্যায়ে LGED, BWDB, RHD Ges REB এর ক্রয়কার্যক্রমকে মনিটরিং এর আওতায় আনার লক্ষ্যে Internet Connectivity mn ICT infrastructure (সকল জেলায়) এবং Hardware/Software স্থাপন করা হয়েছে।
- IMED Ges CPTU এর কর্মকর্তাদের ক্রয় সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক টেণ্ডারের মাধ্যমে (SRGB) মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন (গ্ ঊ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে নিয়োগ করা হয়েছে।

➢ **Component 3: Introducing e-GP (e-Government Procurement) :**

- প্রাথমিকভাবে চারটি টার্গেট এজেন্সী যথাক্রমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে e-Government Procurement (e-GP) System এর আওতয় আনার কার্যক্রম দ্রুত চলমান আছে।
- নির্বাচিত চারটি টার্গেট এজেন্সির (LGED,RHD, BWDB & REB) প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয়, জেলা পর্যায়ে e-Government Procurement (e-GP) System চালুর লক্ষ্যে Back up mn CPTU তে একটি Data Center স্থাপন করা হয়েছে এবং তা পরীক্ষামূলক ভাবে ১০/১২/২০১০ তারিখ থেকে চালু করা হয়েছে। একই সময়ে (e-GP) System Portal পরীক্ষামূলক ভাবে host করা হয়েছে (www.eprocure.gov.bd)|
- টার্গেট এজেন্সির প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে e-Government Procurement (e-GP) System চালু করার জন্য ৩০৮টি ক্রয়কারীর দপ্তরে ৫৬৬টি কম্পিউটার সরবরাহ সহ এই দপ্তরসমূহে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান ৩১/১২/২০১০ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

- e-Tendering, e-Government Procurement (e-GP) System চালুর নির্দেশিকা হিসেবে e-GP Guideline তৈরী করা হয়েছে যা ২৫/০১/২০১১ তারিখে মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে।
- e-GP চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সফওয়্যার (৩৬টি মডিউল/ফাংশনালিটি) তৈরীর কাজ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। e-GP ব্যবহারকারী হিসেবে চারটি টার্গেট এজেন্সীর এবং CPTU এর কর্মকর্তাদের e-GP User Training I e-GP Admin Training প্রদান করা হয়েছে।
- ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে e-GP User দের Registration এর কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে।
- e-GP System G e-Payment ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে Bank সমূহের সাথে সভা করে ঐকমত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে।
- সমগ্র e-Tendering কার্যক্রমটি পরীক্ষা মূলকভাবে চালু করে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে সিপিটিইউ সহ Pilot ভিত্তিতে ৪টি টার্গেট এজেন্সীর ১৭টি দপ্তরে e-Tendering চালু করা যাবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। পরবর্তীতে এই ৪টি টাগের্ট এজেন্সীর ৩০৮টি ক্রয়কারী দপ্তরে Contract Management সহ Integrated e-GP System চালু করা হবে।
- বর্তমানে User Acceptance Test (UAT) এর কাজ সমাপ্তি পর্যায়ে।

➢ **Component 4: Communication, Behavioral Change and Social Accountability:**

- ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনাপূর্বক নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করা হয়েছেঃ
- Communication Based Assessment (CCBA) চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- Public-Private Stakeholders Committee (PPSC) গঠন করা হয়েছে এবং মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ইতোমধ্যে ৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্টের উপর গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ঞঠ এবং জধফরড় তে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- জেলা পর্যায়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ফিউচার সার্চ প্রোগ্রাম এর কার্যক্রম চলছে এবং ইতোমধ্যে ২৩টি জেলায় ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- Communication Strategy প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্রয় সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।
- Launching of Nation wide social awareness & communication Campaign অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- পিপিআর এর প্রচারণার জন্য ৬৪টি জেলায় Billboard স্থাপনের কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে।

১৪.৫ এ ছাড়া সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর জন্য ক্রয়সংক্রান্ত বিষয়ে অবহিত করা, মিডিয়া পেশাজীবীদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান, সরকার-ঠিকাদার ফোরাম গঠন এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে Stakeholders Committee গঠন করা হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে IGS/BRAC University-কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

১৫। চলতি প্রকল্পের পরিদর্শন ও সমাপ্ত প্রকল্পের মল্যায়ন প্রতিবেদন ঃ

১৫.১ ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট ৮৫৫টি প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১০৪টি। এর মধ্যে আলোচ্য বছরে পরিদর্শন হয়েছে ১০৫৩ (লক্ষ্যমাত্রার ৯৫%)। এ সকল পরিদর্শনের ওপর ভিত্তি করে সর্বমোট ৮৩৪টি প্রতিবেদন (৫২০টি পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ৩১৪টি সমাপ্ত প্রকল্পের মল্যায়ন প্রতিবেদন) প্রণয়ন পূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

১৫.২ প্রত্যেক অর্থবছরে সমাপ্ত ঘোষিত সকল প্রকল্পের মল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মল্যায়ন বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। এসকল প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সব সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণসহ বাস্বায়নকালীন সমস্যাবলী দূরীকরণ ও বাস্বায়নোত্তর সমস্যাবলীর পুনরাবৃত্তি রোধে সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছরে সমাপ্ত ঘোষিত ২২৪টি প্রকল্পের (৫টি উপ-প্রকল্পসহ) পরিদর্শন ও মূল্যায়ন কাজ বর্তমানে চলমান আছে। সময়মত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) না পাওয়ায় এবং আইএমইডির সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী কর্মকর্তা না থাকায় পরিদর্শন ও মল্যায়ন কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য যে, ২০০৯-১০ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) সেপ্টেম্বর ২০১০ এর মধ্যে আইএমইডিতে প্রেরণের কথা থাকলেও এখনও প্রায় ৪২টি (০৮/০২/১১ পর্যন্ত) সমাপ্ত প্রকল্পের 'পিসিআর' পাওয়া যায়নি। ফলে, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সমাপ্তি মল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের তৎপর হওয়া একান্ত আবশ্যক।

১৬। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation) ঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল্যায়ন সেক্টর থেকে বিভিন্ন মন্ণালয়/বিভাগ কর্তৃক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত প্রকল্পসমূহের প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রভাব মূল্যায়ন একটি গবেষণামূলক কাজ বিধায় এ কাজ যথেষ্ট সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ণালয়/বিভাগের ৬টি উন্নয়ন প্রকল্প বাছাই করা হয়, যার মধ্যে নিজস্ব জনবল দ্বারা ২টি এবং আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ৪টি প্রকল্প মূল্যায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল, যা সারণী-১২ তে দেয়া হলো ঃ

সারনী-১২ ঃ ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রভাব মূল্যায়নের জন্য বাছাইকৃত প্রকল্প তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং প্রকল্পের নাম	বাস্বায়নকাল	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	আউট সোর্সিং এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ	চুক্তি মূল্য	আউট সোর্সিং এর জন্য প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট ব্যয়	পরামর্শক ফার্মের নাম/পরামর্শক
(ক) ২০০৯-১০অর্থ বছরে আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত সমীক্ষা							
মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়/মৎস অধিদপ্তর							
১। মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প (ইফাদ)	০১/১২/১৯৯৮ হতে ৩০/০৬/২০০৬	২৩৭৬৯.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	-	মেসার্স ইউনিকনসাল্ট ইন্টারন্যাশনাল লিঃ

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	আউট সোর্সিং এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ	চুক্তি মূল্য	আউট সোর্সিং এর জন্য প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট ব্যয়	পরামর্শক ফার্মের নাম/পরামর্শক
কৃষি মন্ত্রণালয়							
২। উত্তর পশ্চিম শস্য বহুমূখী-করণ প্রকল্প	২০০১-২০০৯	৩৪,১৯০	১১.০০	১১.০০	১১.০০	-	মেসার্স ইউসুফ এন্ড এ্যাসোসিয়েটস
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর							
৩। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১/৭/২০০২ হতে ১/৬/২০০৮	৩৩১২৩১.২০	১২.০০	১২.০০	১২.০০	-	মেসার্স পাথমার্ক এ্যাসোসিয়েটস লিঃ
স্হানীয় সরকার বিভাগ/স্হানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর							
৪। গুরুত্বপূর্ণ ফিডার ও গ্রামীণ সড়কে বৃহৎ সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	১/১/১৯৯৭ হতে ১/৬/২০০৭	২৬০০৬	১২.০০	১২.০০	১২.০০	-	রীড
খ) নিজস্ব জনবল দ্বারা পরিচালিত সমীক্ষা							
শিক্ষা মন্ত্রণালয়/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর							
৫। মাধ্যমিক মহিলা শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প	১/৭/২০০৫ হতে ১/৬/২০০৯	৪২০৮৭.০৫	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	-	ডঃ সলিমুলস্নাহ
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা মন্ত্রণালয়/ (এফপিএমইউ)							
৬। ন্যাশনাল ফুড পলিসি ও ক্যাপাবিলিটি ষ্ট্রেংদেনিং প্রকল্প	১/১/২০০৫ হতে ৩১/১২/২০০৮	৪৪০৬.৮৬	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	-	ডঃ সলিমুলস্নাহ

উপরোক্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন কাজ শেষ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদনগুলো সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনগুলোতে সমাপ্ত প্রকল্পের সফল এবং দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা হয়। পাশাপাশি ভবিষ্যতে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন, বাস্তবায়িত প্রকল্প থেকে অর্জিত ফলাফল টেকসই করণ এবং এতদ্‌বিষয়ে উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে সুপারিশ প্রদান করা হয়। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের প্রভাব মুল্যায়ন সমীক্ষাগুলির সুপারিশ সমুহ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(ক) <u>গুরুত্বপূর্ণ ফিডার ও গ্রামীণ সড়কে বৃহৎ সেতু/কালভার্ট নির্মাণ</u> ঃ

- গ্রামীন রাস্তা, ব্রীজ/কালভর্টিগুলো ছোটখাটো এবং যথাসময়ে মেরামতের মাধ্যমে পুনঃসংস্করণ করা হলে বড় ধরণের অবনতি এবং বাড়তি খরচ কমানো যায়।
- অবকাঠামোগুলোর দীর্ঘ স্থায়ীত্বের জন্য নদী শাসন/প্রশিক্ষণের কাজগুলো যথাসময়ে এবং সুষ্ঠুভাবে করা উচিত এবং ভবিষৎে এ বিষয়গুলো প্রকল্প পরিকল্পনা এবং বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- এলজিডিই কর্তৃপক্ষ নদী প্রশিক্ষণ/শাসন এবং অবকাঠামোগত বিচ্যুতিগুলো নিবিড় তদারকী এবং নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা উচিত।
- ব্রীজ/কার্লভাটের নির্মাণের কাজগুলো নিয়মিত পরিবীক্ষণের জন্য একটি মান নিয়ন্ণ সেল করা যেতে পারে।

- ব্রীজ/কার্লভাটের নির্মাণের কাজগুলো বিস্তারিত নক্সা এবং অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী করা উচিত।

(খ) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (১ম পর্যায়)

- শতকরা একশত ভাগ শিক্ষার্থী ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য উপবৃত্তির পরিধি ৯০%-১০০% উন্নীত করা যেতে পারে।
- গরীব পরিবারের সন্তানদের উপবৃত্তির টাকা ২০০/- টাকা করা যেতে পারে এবং গরীব পরিবারের সন্তানদের স্কুলে ভর্ত্তির সময়ে সন্তোষজনক টাকা প্রদান করা যেতে পারে।
- ছাত্র/ছাত্রীদের ক্লাসে থাকাকালীন শিক্ষা প্রদানের উপর বেশী প্রাধান্য দেয়া উচিত।
- বর্তমান ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৬০: ১ হতে ৩০: ১ অনুপাতে আনা উচিত।
- সৎ ও দক্ষ শিক্ষকদের প্রণোদনা ভাতা দেয়া যেতে পারে।
- প্রত্যন্ত এলাকায় প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ১০০% ভর্ত্তি হার অর্জন করা যেতে পারে।
- শিশু শিক্ষাত্রীদের যত্ন, সহযোগিতা এবং মনস্তাত্বিক বিয়য়গুলো বুঝার জন্য শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন দেয়া যেতে পারে।

(গ) উত্তর পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প

- পিএনজিও এর পরিবর্তে সবকারী প্রতিষ্ঠান (ডিএই, এসএও এবং বিএস) দের মাধ্যমে উপকারভোগী চাষীদের চিহ্নিকরণ এবং নির্বাচন করা উচিত।
- পিএনজিও , ডিএই এবং ডিএএম এর মাধ্যমে চাষীদের লোন ব্যবস্থাপনা, শস্য উৎপাদন, গ্রুপ মার্কেটিং উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য সরকার নিজস্ব উৎস থেকে প্রয়োজনীয অর্থ বরাদ্দ করতে পারে।
- চাষীদের নিজ ব্যবসার পরিধি এবং তাদের আগ্রহ এবং যোগ্যতা অনুযায়ী লোন মাত্রা যুক্তিসংগত করা যেতে পারে। লোন পরিশোধের সুদের হার চাষীদের সহজ সামর্থ্যের মধ্যে রাখা উচিত ।
- সরকারী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকগুলো কৃষি পণ্য উদ্বৃত্ত এলাকা হতে ঘাটতি এলাকায় বাজারজাতকরণে চাষীদের অর্থ সহায়তা করতে পারে এবং দেশে কৃষি-শিল্প প্রসারের জন্য অর্থ প্রদান করতে পারে।
- ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট (খুচরা বাজার) এবং ১৫টি পাইকারী ব্যবসার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য একই এলাকায় দুটি বাজারের সহাবস্থান বন্ধ করা যেতে পারে।
- ভবিষতে সরকার বাজার কেন্দ্র তৈরী করার সময় চাষীদের মতামত গ্রহণ পূর্বক তাদের প্রয়োজনের আলোকে বাজার তৈরীর ব্যবস্থা নিতে পারে।
- সরকার প্রযুক্তি ভিত্তিক উন্নয়ন এর মাধ্যমে উচ্চ মূল্যের শস্যাদি পরিমাণ এবং গুণগত মান বৃদ্ধি করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।

(ঘ) ন্যাশনাল ফুড পলিসি ও ক্যাপাবিলিটি ষ্ট্রেংদেনিং প্রকল্প

- আন্তঃমন্ণালয় সমন্বয় সভায অংশগ্রহণ করা সকল প্রতিনিধের জন্য বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।
- এসব সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন মন্ণালয় এবং খাদ্য-নিরাপত্তা সংশিষ্ট কর্মকর্তা/প্রতিনিধিদের ঘন ঘন বদলী রহিত করা উচিত।

- খাদ্য-নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ঠ কর্মকর্তা/এফপিএমইউ কর্মকর্তারা যেন তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণগুলো নিজনিজ কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।
- কর্মকর্তাদের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণের বিয়যটি আগামী 'টিএ' প্রজেক্টের মধ্যে আনা যেতে পারে।
- বাজেট অডিট করার সময় অতিরিক্ত ব্যয় করার কারণগুলো সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা থাকা উচিত।
- 'টিএ' প্রকল্প থেকে সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য দেশীয় এবং বৈদেশিক পরামর্শকদের পৃথক দুটি বাজেট থাকা উচিত।
- বর্তমান 'এফপিএমইউ' এর জনবল আরো ১.৫ গুণ বৃদ্ধি করা উচিত।
- আন্তঃমন্ণালয় সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য এফপিএমইউ/বিভিন্ন মন্ণালয় এবং খাদ্য-নিরাপত্তা সংশিষ্ট কর্মকর্তা/প্রতিনিধিদের অন্যান্য মন্ণালয়ে একই ধরনের সমন্বয় সভায় প্রদত্ত সম্মানী ভাতার সম পরিমাণ প্রদান করা উচিত।

(ঙ) মাধ্যমিক মহিলা শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প

- আরো ফলপ্রসূ/ইতিবাচক প্রভাব দেখার জন্য মাধ্যমিক উপবৃত্তি কর্মসূচি দশ বছর চালানো যেতে পারে।
- এ উপবৃত্তি কর্মসূচি ছাত্রদের জন্য কার্যকর করা উচিত। তা না হলে ছেলেদের মাঝে শিক্ষা অর্জনের ঝোঁক/ উৎসাহ ক্রমশ কমে যেতে পারে।
- এ কর্মসূচির আওতায় কোন ধরনের আর্থিক দূর্নীতি অথরা বিচ্যুতি পরিহার করার জন্য সংশিষ্ট সরকারী/ কতৃপক্ষের তদারকী আরো জোরদার করা যেতে পারে।
- উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রান্তিক/দরিদ্র/হত-দরিদ্র পবিবারের ছাত্রীদের বেশী প্রাধান্য দেয়া উচিত- স্বচ্ছল পরিবারেব সন্তানদের উপবৃত্তি দেয়ার প্রয়োজন আছে কিনা তা পুনঃচিন্তা করা যেতে পারে।
- গরীব ছাত্রীদের স্কুলে ভর্তির সময়ে ভর্তি ফী মুক্ত করা অথবা সরকারী আর্থিক সহয়তা করা যেতে পারে।
- উপবৃত্তি ছাড়াও শিক্ষকদের পাঠদান দক্ষতা ও সততা, ছাত্রী/শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি, শিক্ষক-অভিভাবকদের সম্পর্ক এবং সচেতনতা, ইত্যাদি বিযয়গুলো নিশ্চিত করা উচিত ।

১৭। 'আউট-সোর্সিং' এর মাধ্যমে চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ঃ

এডিপিভুক্ত চলতি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকালীন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত ঘোষিত সকল প্রকল্পের সমাপ্তি উত্তর মূল্যায়ন আইএমইডি'র মূল দায়িত্বাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তবে প্রকল্পের সংখ্যা ও ব্যাপ্তির তুলনায় আইএমইডির বিদ্যমান জনবল অপর্যাপ্ত থাকায় এবং কোন কোন বিশেষায়িত সেবাদানের ক্ষেত্রে কারিগরিভাবে দক্ষ জনবলের অভাবে আইএমইডি থেকে প্রযুক্তিগতভাবে জটিল, গুরুত্বপূর্ণ বৃহদাকার প্রকল্পসমূহের যথার্থ পরিবীক্ষণ সম্ভবপর হয় না । প্রসংগতঃ এ ধরনের নিবিড় পরিবীক্ষণের কাজে অধিক সময় ব্যয় হয় এবং প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের অগ্রগতির প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ, বিন্যাস ও বিশ্লেষণপূর্বক গ্রহণযোগ্য এবং বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রয়োজন পড়ে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির সার্বিক অবস্হা, জাতীয়ভাবে প্রকল্পের গুরুত্ব এবং কারিগরি দিক ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় এনে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে আউট-সোর্সিং-এর মাধ্যমে রাজস্ব বাজেটের আওতায় আইএমইডি কর্তৃক এ ধরনের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নিম্নে বর্ণিত ৭টি প্রকল্পে ফার্ম/ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ করা হয় যা সারণী-১৩-তে দেয়া হলো ঃ

সারণী-১৩ ঃ ২০০৯-১০ অর্থ বছরে পরামর্শক/ফার্ম নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি

(লক্ষ টাকায়)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	আউট সোর্সিংয়ের জন্য বরাদ্দ কৃত অর্থ	চুক্তি মূল্য	আউট সোর্সিংয়ের জন্য প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট ব্যয়	ফার্ম/ব্যক্তি পরামর্শক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
স্থানীয় সরকার বিভাগ :							
১। লোকাল গভর্নেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট।	০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১১	১৪২১৪৬.৯০	১০.০০	১০.১৭	১০.১৭	০.৬১	ব্যক্তি পরামর্শক
২। পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন : জনগুরুত্ব পূর্ন গ্রামীন যোগা-যোগ এবং হাট-বাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প।	০১/০৭/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১১	৯৯৫০০.০০	১০.০০	১০.৩২	১০.২৫	-	ব্যক্তি পরামর্শক
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় :							
৩। যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিলসমূহের জলাবদ্ধতা দুরী-করণ-১ম পর্যায়।	০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১২	৭৩৬০.৫০	১৪.৩৪	১৩.২৪	১৪.৩৪	-	ব্যক্তি পরামর্শক
মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় :							
৪। চলনবিল মৎস উন্নয়ন প্রকল্প	০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১০	২১০০.৪৭	৭.০০	৬.২০	৬.২০	-	ব্যক্তি পরামর্শক
বিদ্যুৎ বিভাগ :							
৫। আশুগঞ্জ বিদুৎ কমপ্লেক্স ৩, ৪ ও ৫ নম্বর ইউনিটের পুনর্বাসন ও আধুনিকায়ন	০১/০৭/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১২	২১৬৩৬.০০	১০.০০	৪.৫০	৯.৪৬	৫.৩৬	ব্যক্তি পরামর্শক
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় :							
৬। শহরের কর্মজীবি শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প-২য় পর্যায়	০১/০৭/২০০৪ হতে ৩০/০৪/২০১২	২৬৭৯২.৯০	১০.০০	১০.০০	৮.৯৭	১.০২	ব্যক্তি পরামর্শক
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় :							
৭। Maternal Child and Reproductive Health Service Delivery	০১/০৭/২০০৩ হতে ৩০/০৬/২০১১	৬৯০৬৪.০৯	১০.০০	১০.০০	৯.৬৪	০.০৩	ব্যক্তি পরামর্শক

১৮। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় চিহ্নিত সমস্যা ও সুপারিশ ঃ

উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা, সময় ও ব্যয় অতিক্রান্সিহ বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করেছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের সুপারিশসহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	সমস্যা	সুপারিশ
১।	**যথাসময়ে বাস্তবসম্মত ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুসরণ না করা ঃ** দরপত্র আহবান, Contract Award ইত্যাদি কাজে বিলম্ব হওয়া ;	- নির্ধারিত সময়ে মানসম্পন্নভাবে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার জন্য যথাসময়ে বাস্তবসম্মত ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুসরণ করা প্রয়োজন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন গতি বৃদ্ধিসহ যথাসময়ে অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য দরপত্র আহবান, Contract Award ইত্যাদি কাজে অযথা বিলম্ব বা দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করা আবশ্যক।
২।	**এডিপিতে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তির অভাব ঃ** বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় প্রতি বছর যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ পায় তার চেয়ে অধিক পরিমাণ প্রকল্প গ্রহণ করায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বসহ সময়মতো সুফল প্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটে। বিশেষতঃ পিএ অংশের প্রতিশ্রুত অর্থ ছাড়ে বিলম্ব হওয়ায় যথাসময়ে প্রকল্প সাহায্য ব্যয় করা সম্ভব হয় না ;	- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রকল্প সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে রেখে প্রকল্পের ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অর্থবছর ভিত্তিক প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিত করা যেতে পারে। - পিএ অংশের প্রতিশ্রুত পরিমাণ অর্থের ছাড় ও ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নসহ সমন্বয় কার্যক্রম জোরদার করা যেতে পারে।
৩।	**সময় ও ব্যয় অতিক্রান্তি (Time & cost over-run) ঃ** প্রাপ্ত সম্পদের তুলনায় প্রকল্পের সংখ্যা বেশি হওয়ায় মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পায় ;	- প্রাপ্ত সম্পদের আলোকে যৌক্তিক সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণসহ প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত করা প্রয়োজন।
৪।	**প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা ঃ** নির্মাণধর্মী অনেক প্রকল্পের ক্ষেত্রে (রাস্তা, বাঁধ, ভবন ইত্যাদি) জমি অধিগ্রহণ কালে মামলা/ক্ষতিপূরণ/ অযাচিত হস্তক্ষেপ/জবর দখল ইত্যাদি কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয় ;	- ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতর এবং দ্রুততর করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে ভূমি মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসকগণের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অধিকতর ও কার্যকর যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করবে। উল্লেখ্য যে সীমিত কৃষি জমি ব্যবহারে ক্ষেত্রে আরো যত্নবান ও আন্তরিক হওয়ার প্রয়োজন আছে। অগ্রিম ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টিও বিবেচনা করা যেতে পারে।
৫।	**ভৌত কাজের ডিজাইন পরিবর্তন, রেট সিডিউল পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ঃ** প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই/সমীক্ষা না করে প্রকল্পের ডিজাইন ও প্রাক্কলন তৈরির কারণে প্রকল্প প্রস্তাব ত্রুটিপূর্ণ থাকে বিধায় প্রকল্প	- প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে ডিজাইন পর্যায়ে যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই/সমীক্ষা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) করা ও হালনাগাদকৃত রেট সিডিউল অনুসরণ করে ব্যয় প্রাক্কলন করার ব্যাপারে তৎপর হওয়া প্রয়োজন। ত্রুতিপূর্ণভাবে প্রণীত প্রকল্প

ক্রমিক নং	সমস্যা	সুপারিশ
	বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়। হালনাগাদকৃত রেট সিডিউল ব্যবহার না করার কারণেও প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন ত্রুটিপূর্ণ থাকে;	দ্রুততার সাথে অনুমোদিত হলেও তা সংশোধন অনিবার্য হয়ে পড়ে বিধায় যথাসময়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।
৬।	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও বদলীর ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ না করা, যোগ্যতা যাচাই ব্যাতিরেকে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ এবং ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী ;	- প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধান অনুযায়ী ৫০ কোটি টাকা অধিক ব্যয় সম্পন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে যোগ্যতা সম্পন্ন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং একই ব্যক্তিকে একাধিক প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব প্রদান যথাসম্ভব নিরুৎসাহিত করতে হবে। তাছাড়া যৌক্তিক কারণ ব্যতীত প্রকল্প পরিচালক বদলী নিরুৎসাহিত করার বিষয়ে একনেক সিদ্ধান্ত প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।
৭।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক যথাযথ পরিবীক্ষণের অভাবে প্রকল্প বাস্বায়ন বিলম্বিত হয়;	- মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা পর্যায়ে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। নির্মাণ কাজে তদারকি নিশ্চিত করার জন্য দায়বদ্ধ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সরকার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করতে পারে।
৮।	প্রকল্প বাস্বায়নকালীন এবং বাস্বায়নোত্তর আইএমইডি'র মনিটরিং প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্বায়নে গুরুত্ব প্রদান না করা;	- অডিট আপত্তির ন্যায় আইএমইডি'র সুপারিশ নিষ্পত্তি করতে হবে।
৯।	প্রকল্প সংশোধনে বিলম্বেও কারণে, ভূমির মূল্য বৃদ্ধি, অনেক ক্ষেত্রে পণ্য ও নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। ফলে, প্রকল্প সংশোধন/মেয়াদবৃদ্ধি করতে হয়। অধিকন্তু, পরিকল্পনা নীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা, প্রকল্প সংশোধনে উদ্যোগের অভাব ইত্যাদি কারণে বিলম্ব হয়;	- প্রকল্প পরিচালকদের প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, মন্ত্রণালয়/সংস্হা পর্যায়ে এ বিষয়ে পরিবীক্ষণ জোরদার এবং অহেতুক সংশোধন/ মেয়াদবৃদ্ধির বিষয় পরিহার করা যেতে পারে।
১০।	**বিলম্বে অর্থ ছাড় ঃ** বর্তমানে অর্থবছরের শুরুতে ৩ কিস্তি অর্থ ছাড়ের সুযোগ থাকলেও তা যথাযথভাবে অনুসরণ না করায় অর্থ ছাড়ে বিলম্ব ও দীর্ঘসূত্রতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে, প্রাপ্ত অর্থের সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় না;	- মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ করতে হবে, যাতে অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহারপূর্বক দক্ষতার সাথে প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।
১১।	**সময় মত পিসিআর প্রণয়নে দক্ষতার অভাব ঃ** অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও তাতে তথ্যের ঘাটতি থাকে;	- মূল্যায়নের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ের প্রকল্পগুলোকে অধিকতর যুক্তিযুক্ত করার নিমিত্তে প্রকল্প সমাপ্তির সাথে সাথে যথাযথভাবে পিসিআর প্রণয়ণপূর্বক আইএমইডিতে তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেয়া যেতে পারে।
১২।	**সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প অমাপ্ত থাকা ঃ** সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প যথাসময়ে সমাপ্ত না হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না পাওয়ায় প্রকল্প সমাপ্ত হয় না অথবা কাজ অসম্পূর্ণ রেখে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়;	- সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে সমাপ্ত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক্রমিক নং	সমস্যা	সুপারিশ
১৩।	**পরিকল্পনা উইং এর দুর্বলতা ঃ** কিছু কিছু মন্ত্রণালয়/ বিভাগে পরিকল্পনা উইং নেই অথবা থাকলেও তাতে জনবল ও লজিষ্টিক সুবিধা প্রয়োজন অনুপাতে অপর্যাপ্ত। ফলে, মানসম্পন্ন প্রকল্প দলিল প্রণয়ন ও সময়মত প্রক্রিয়াকরন/সংশোধন সম্ভব হয় না। তাছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগের পক্ষে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প মনিটরিং করাও সম্ভব হয়না;	- যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ গুলোতে পরিকল্পনা উইং নেই সেখানে অবিলম্বে উইং স্থাপনের উদ্যোগ এবং সেসব মন্ত্রণালয়ে পরিকল্পনা উইং আছে অথচ প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল এবং লজিস্টিক সাপোর্ট নেই সেসব উইং সমূহকে শক্তিশালী করা যেতে পারে। বৃহৎ মন্ত্রণালয়/বিভাগে পরিকল্পনা উইং-এ উর্ধতন পদ সৃষ্টিপূর্বক প্রকল্প ও মনিটরিং ব্যবস্হাকে জোরদার করা যেতে পারে।
১৪।	**আইএমইডি'র জনবলের স্বল্পতা ঃ** স্বাধীনতা উত্তরকালে মনিটরিং এর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দিক নির্দেশনায় 'প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ব্যুরো (পিআইবি)' সৃষ্টি করা হয় যা পরবর্তীতে 'আইএমইডি' নামকরণ করা হয়। শুরুতে আইএমইডি'র জনবল ছিল ৮৮ জন কর্মকর্তাসহ ২২৩ জন। বর্তমানে এডিপি'র আকার বহুগুনে বৃদ্ধি পেলেও জনবল বৃদ্ধি পায়নি;	- প্রকল্পের সুষ্ঠু মনিটরিং এর স্বার্থে আইএমইডি শক্তিশালীকরণ আবশ্যক। বিধায় আইএমইডি'র বিভিন্ন স্তরে পরিবীক্ষণ জনবল এবং আনুষাঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা অপরিহার্য। তাছাড়া, 'আইটি প্রফেশনাল' এর পদ সৃষ্টিপূর্বক একটি আইটি সেলও স্হাপন করা প্রয়োজন।

উপসংহার ঃ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির কার্যিত সাফল্য নির্ভর করে সঠিকভাবে প্রকল্প নির্বাচন, প্রণয়ন, সময়োচিত ও যথাযথ প্রক্রিয়াকরণ, সময়মত বাস্তবায়ন এবং নিবিড় পরিবীক্ষণের ওপর। ২০০৯-১০ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়নের হার ৯১%, পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ৫% বেশী যা উৎসাহব্যঞ্জক হলেও সন্তোষজনক নয়। এনইসি/একনেক/ কেবিনেটসহ বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের দিক-নির্দেশনার আলোকে ব্যাপক কর্মসংস্হান ও মানব সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা একান্ত আবশ্যক।

তারিখ ঃ ০২ ফাল্গুন ১৪১৭
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১

(মোঃ হাবিব উল্লাহ্ মজুমদার)
সচিব